বিজ্ঞান-বিভূতি

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

বিজ্ঞান-বিভূতি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর অজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর,
বিহার

প্রথম সংস্করণ—১,১০০
কার্ত্তিক, ১৩৭০
দ্বিতীয় মুদ্রণ—২,২০০
শ্রাবণ, ১৩৮৩
তৃতীয় সংস্করণ—২,২০০
মাঘ, ১৩৯৪
চতুর্থ সংস্করণ—৩,৩০০
বৈশাখ, ১৪০২

মুদ্রক :
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

Bijnan-Bibhuti
By Sri Sri Thakur Anukulchandra
4th Edition, April, 1995

ভূমিকা

জীবনতৃষ্ণা মানুষকে নিয়তই জীবনের বাধা অপসারণে ও সহায়-সম্পদ্ বৃদ্ধির চেষ্টায় উদ্যত ক'রে রাখে। জীবনের প্রধান অন্তরায় হ'লো অজ্ঞতা-জনিত অক্ষমতা। জগতে পদে-পদে দশদিক্ থেকে জীবনের পরিপন্থী শক্তি এসে অস্তিত্বের উপর হানা দিয়ে তাকে বিব্রত ও বিধ্বস্ত ক'রে তুলতে চায়। অস্তিত্বের আত্মরক্ষণী আকুতি তখনই উদ্দাম হ'য়ে ওঠে ঐ শক্তির স্বরূপকে জেনে তাকে আয়ত্তে আনতে, তার উপর জয়ী হ'তে। মানব-ইতিহাসের প্রথম প্রভাত থেকেই সুরু হয়েছে প্রকৃতি-বিজয়ের এই দুরন্ত ও অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। বিজ্ঞানই দিয়েছে মানুষের হাতে সেই গোপন চাবিকাঠি যার প্রয়োগে সে দুর্দ্ধর্ষ মৃত্যুবাহী প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে এনে তাকে জীবনের প্রয়োজনপূরণী পরিচারকরূপে নিয়োগ ক'রে তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারছে। বিজ্ঞানের এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হ'লো কী ক'রে? তারও পিছনে আছে প্রকৃতির নিয়মতান্ত্রিকতা। জগতে যত অঘটনই ঘটুক, তার অন্তরালে একটা বিধি আছে। একটা অমোঘ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে গ্রথিত হ'য়ে আছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। অনুধাবন, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে আমরা যখন কোন ঘটনা, বিষয় বা বস্তুর অন্তর্নিহিত কারণ-করণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রীতিপদ্ধতি, আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, পরিক্রমা, পারম্পর্য্য ও পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক্, বিশদ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারি, তখন আমরা আমাদের প্রয়োজনমত সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে লাভবান্ হ'তে পারি। সাধারণভাবে এই হ'লো বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং বিজ্ঞান-স্বরূপ। তিনি যা'-কিছু বলেন, তাই-ই বিজ্ঞান-দৃষ্টি ও বিজ্ঞানভূমি থেকে বলেন। তিনি খোলা-চোখে দেখতে পান বস্তুর পিছনে শক্তির লীলা চলেছে কেমনভাবে; স্থূলের থেকে সূক্ষ্ম ও কারণভূমি পর্য্যন্ত স্তর-পারম্পর্য্যে কোথায় কী ঘটে, কেমন ক'রে ঘটে—সব তিনি আপন ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। তাই, তাঁর প্রতিটি কথাই বাস্তব বোধসমন্বিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে, বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এক নবীন বোধনা সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে পরাবিজ্ঞান ও অপরাবিজ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা নেই। ভেদ নেই বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মের। এক অখণ্ড, অভিন্ন সত্য নিয়েই প্রত্যেকের কারবার। তাই

এই 'বিজ্ঞান-বিভূতি' গ্রন্থের মধ্যে স্বল্প-পরিসরে বহু কথাই স্থান পেয়েছে। সৃজন-পরিক্রমা, শারীর-বৃত্ত, অভিব্যক্তি-বাদ, সমাজ-বিজ্ঞান, বর্ণধর্ম্ম, বিবাহ, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, নীতি-বিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রজনন-বিদ্যা, বংশগতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শব্দ-তত্ত্ব, জীব-বিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের অনন্ত সম্ভাবনা ও ইঙ্গিতপূর্ণ নানা তথ্য ও তত্ত্ব হরিহরাত্মা-মিলনে মিলিত হ'য়ে পরম সঙ্গীতির উদাত্ত রাগিণীতে এই গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজ্ঞানের যাবতীয় বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য, যোগাযোগ ও সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্রের সন্ধান দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার নব-নব সিংহদ্বার উন্মোচনের সম্ভাব্যতা সূচিত করেছেন।

তিনি এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের পশ্চাদ্‌ভূমি ও পুরোভূমি-সম্বন্ধেও আভাস দিয়েছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু, সম্যক্‌, ব্যাপক, অনুসন্ধিৎসু বোধ-বিচার-ও-বিশ্লেষণ-সমন্বিত ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে কেমন ক'রে মনোরাজ্যে বিজ্ঞান-অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তার সুন্দর সঙ্কেত পাওয়া যায় এখানে। রঙ্গিল দৃষ্টি বা অভিভূত ধারণা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন যে হবার নয়, এবং তা' থেকে মুক্ত হ'তে গেলে নির্ম্মোহ, নিরাসক্ত, স্থিতধী, বাস্তব-সচেতন, জ্ঞানাধীশ জীয়ন্ত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে ন্যস্ত ক'রে মনের সাম্যসঙ্গতি অর্জ্জন করা কেন যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তা'ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সাত্বত বিনিয়োগের রীতি-পদ্ধতি-সম্বন্ধেও বহু সূত্র নির্দ্দেশ করা হয়েছে। একটা জ্ঞানঘন, প্রত্যয়দীপ্ত, বিজ্ঞান-সিদ্ধ চিন্তা, চলন ও দৃষ্টিভঙ্গী যাতে জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে মানুষকে অভ্রান্ত-চলনে অভ্যস্ত ক'রে তোলে, তারই দুর্জ্জয়-প্রেরণা বিকীর্ণ হ'য়ে আছে এই পুস্তকের ছত্রে-ছত্রে।

আসুন, আমরা উৎসমুখী অনুচলনে বিজ্ঞানের নব-নব দিগন্ত আবিষ্কার ক'রে পৃথিবী থেকে দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, অজ্ঞতা, অভাব, অশান্তি, ভ্রান্তি, দ্বেষ, হিংসা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আসুরিকতা বিদূরিত ক'রে মঙ্গল-মঞ্জুল অমৃতের তপস্যায় নিরন্তর হই। বন্দে পুরুষোত্তমম্‌।

সৎসঙ্গ (দেওঘর) — শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৮ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৭০

ইং ২৫।১০।১৯৬৩

শতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ের উপরে পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রদত্ত বাণী সমূহের সংকলন গ্রন্থ বিজ্ঞান-বিভূতির বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণটি তাঁর পবিত্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল। বিজ্ঞান সাধনার পরম আলম্বন এই গ্রন্থখানির সম্যক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন মানুষকে ক'রে তুলুক সত্যদর্শী, কারণ-অভিমুখী এই আমাদের প্রার্থনা পরম দয়ালের শ্রীচরণে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৬ই পৌষ, ১৩৯৪

প্রকাশক

ঋতশীল সত্যই—

কল্যাণস্রোতা সাত্বত চলনই

জীবনের আরাধ্য,

অধিগম্য।

যোগবাহী ঔপাদানিক
সংশ্রয়ী-সমাবেশের ভিতর-দিয়ে
ঔপকরণিক সঙ্গতি যখন
বস্তু বা বাস্তব জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
ঐ রাসায়নী আবর্ত্তনের অন্তরে থাকে
আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ—প্রাণন-কম্পন,
আর, এই কম্পনই
ধ্বনি বা নাদে অভিব্যক্ত হ'য়ে
জ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে
ভাবদেহে সুসঙ্গতিলাভ ক'রে
বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
বোধায়িত চেতন-নন্দনায়,
তখন থেকেই ঐ জীবন
বিবর্ত্তিত হ'য়েই চলতে থাকে—
তা'র প্রারম্ভিক জীবন-অভিব্যক্তি নিয়ে,
আর, ঐ জীবন-যন্ত্রে
অধিরূঢ় হ'য়ে চলে—
ঈশ্বরের ঐশী-আশীর্ব্বাদ।

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধুই কানের ভিতরেই খোরাক মাত্র হয় -
কারার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —

তোমারই "আমি"

বিজ্ঞান

স্পন্দন যেখানে যেমন
ব্যাহতি লাভ করে—
শব্দও মূর্ত্ত হয় তেমনই । ১ ।

স্পন্দন যেখানে যেমনতর
শক্তিও সেখানে তেমনি দুর্দ্দান্ত । ২ ।

লীলায়িত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল
বিকিরণী-সংঘাত হ'তেই আসে
শক্তি,
শক্তির বিশেষ সঙ্গতিই আনে অস্তু,
আর, তা' হ'তেই বস্তু,
বস্তুর বিশেষ সংহতি হ'তেই
জীবনের উদ্ভব,
আর, সক্রিয় জীবনেই থাকে প্রাণনক্রিয়া । ৩ ।

ছন্দায়িত লীলা হ'তেই
বস্তু ও বর্ণের উদ্ভব । ৪ ।

স্পন্দনের ব্যতিক্রম যেমন—
রঙের অনুক্রমও তেমনি,
বৈশিষ্ট্যের বিশাসনও
সেই রকম,—
যা' তৎসঙ্গতিশীল অস্তিত্বকে
বিশাসিত ক'রে
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
দৃষ্টি ও বোধে । ৫ ।

বস্তু-বৈশিষ্ট্যের
পারস্পরিক বিক্ষোভ ও সংঘাত হ'তেই
বস্তু
রূপান্তরে অভিগমনশীল হ'য়ে থাকে—
অনুক্রমণী তাৎপর্য্যে। ৬।

বস্তু তা'র আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
যত রূপেই রূপায়িত হোক না কেন,
তা' বস্তু সর্ব্বতোভাবেই। ৭।

বস্তু মানে তা'ই—
যা'র অস্তিত্ব আছে,
যে থাকে,
যা'কে বোধ করা যায়। ৮।

বস্তুর বিশেষ রূপায়িত তাৎপর্য্যে
তা'র বৈশিষ্ট্য আছে,
কিন্তু ঐ বৈশিষ্ট্যের দ্বিত্ব সম্ভব হয় না,
বৈশিষ্ট্য সদৃশ হ'তে পারে,
কিন্তু সমান হয় না। ৯।

বস্তুপ্রকৃতির বিশেষ-বিশাসিত
সংহত সংস্থিতির
ঔপাদানিক ও ঔপকরণিক পরিবর্ত্তন
যেমন ক'রেই হোক—
সংঘটিত যতক্ষণ না করতে পারা যায়—
ততক্ষণ ঐ বস্তুর পরিবর্ত্তন
সংসাধিত হয় না ;
ঐ বিবর্ত্তন-সম্বেগ
তা'র অন্তর্নিহিত উপাদানেই
অনুস্যূত,—

যা'র ফলে, সে
উদ্বর্দ্ধন-প্রচেষ্ট হ'য়ে চলেছে। ১০।

বস্তুর
চারিত্রিক সংস্থিতির যদি
এক অণুকণারও
পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়,
সঙ্গে-সঙ্গে
বস্তু-ব্যক্তিত্বও
পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যেয়ে থাকে,—
তা' মানুষের বেলায়ও যেমন,
বাস্তবিক তাৎপর্য্যেও তেমনই। ১১।

পিণ্ডিকা ও তা'র ঔপাদানিক সংশ্রয়ের
কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতা অনুপাতিক
বস্তুর বাস্তব গঠনের
কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতার
উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
আবার তদনুপাতিকই
জীবন ও প্রাণন-প্রকরণেরও
সংশ্রয় হ'য়ে থাকে। ১২।

উপাংশ বা উপাদান
উৎস-প্রভাব-পরিস্রোতা হ'য়ে
অন্তঃস্থ যোগাবেগ-অনুযায়ী
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
এমনি ক'রেই প্রভাব
তা'র বিভব সৃষ্টি করতে-করতে
চলন্ত হ'য়ে চলে। ১৩।

সত্তার অন্তর্নিহিত অভিধায়নী আবেগ
সক্রিয়তায়
প্রকৃতি ও পরিস্থিতির
বাধাবিপত্তিকে নিরোধ ক'রে
বা অতিক্রম ক'রে
পোষণীয় যা'-কিছু
তা'কে গ্রহণ ক'রে
উপাদান ও উপকরণের
অভাবনীয় অদৃষ্ট অনুনয়নায়
নিজেকে যথোপযুক্তভাবে
বিন্যাস করতঃ চ'লে
তা'রই উপযুক্ত পরিণামে
যে-মুহূর্ত্তে উপস্থিত হ'য়ে ওঠে—
ভালই হোক আর মন্দই হোক,
পরিবর্ত্তন হঠাৎ এসে
তেমনতরভাবেই অভিব্যক্তি লাভ করে,
এই হ'চ্ছে
প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের গোড়ার কথা। ১৪।

বস্তু বা পদ
আকর্ষণ-বিকর্ষণী
অন্বিত অর্থনার ভিতর-দিয়ে
যে বাস্তব বিশেষে উদ্গত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই হ'চ্ছে ঐ বস্তু বা পদের অর্থ
অর্থাৎ পদার্থ,
আর, যে অন্বিত অর্থনায়
পর্য্যায়ী তৎপরতা নিয়ে
আকর্ষণ-বিকর্ষণার মাধ্যমে
তা' সংঘটিত হয়,
তাই-ই হ'চ্ছে তা'র

রাসায়নিক উদ্গতি,
অর্থাৎ, ঐ অনুশাসিত রসের ভিতর-দিয়ে
ঐ বস্তু বা পদার্থ-বিশেষের
উৎপত্তি হ'য়ে থাকে। ১৫।

জটিল যা'-কিছুকে
সরল ক'রে নাও—
উপচয়ী ইষ্টার্থ-অনুনয়নে,
আর, ঐ সরলকে সমীকরণ কর—
কৃতিপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবতায় বিনায়িত ক'রে
সুসমীক্ষু তৎপরতায়,
বস্তু ও তদ্বিষয়ক যা'-কিছুর
বাস্তব বিন্যাস-বিনায়নে
বিহিত বিকাশকে বিভাবিত ক'রে—
উপাদান ও উপকরণের সমন্বয়ে
অংশ-অন্বিত সমষ্টির
যোগবিভূতি-তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রে
বস্তুধর্ম্মকে জান,
আর, তোমার সাত্বত সঙ্গতিতে
তা'কে বিন্যাস ক'রে
তুমি ও তোমা হ'তে বিভিন্ন যা',
সে-সবগুলিকে বুঝে-সুঝে নাও,
আচরণ ও ব্যবহার কর—
তদনুপাতিক,
বিদ্যমানতার বিদ্যায়
বিভূতি লাভ ক'রে,
ব্যক্তিত্বের প্রাজ্ঞ বিভবে
সব যা'-কিছুর অমৃত-নিষ্যন্দনায়। ১৬।

স্বতঃ-সন্দীপ্ত,
ক্রমান্বয়ী আকুঞ্চন-প্রসারণ-সম্ভূত
সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
যে-স্পন্দনের অভিব্যক্তি হ'য়ে
নানা ছন্দের স্বতঃ-সংঘাতে
যে নাদ ও জ্যোতিঃ উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে—
ঝলকে-ঝলকে,
ঐ স্পন্দন-অভিদীপ্ত
ধ্বন্যাত্মক দীপনবিভা-সমুত্থিত
অজচ্ছল তরঙ্গে
জ্যোতিঃ-অণু নিরন্তর উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলে,
তা'কেই চিদ্-অণু বলা যায়,
এই চিদ্-অণুই মূর্ত্ত ব্রহ্ম,
এই জ্যোত-অভিদীপ্ত চিদ্-অণুরই
সংযোগ-বিয়োগের ভিতর-দিয়ে
নানা ঝলক-ছন্দে
নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তু
বিসৃষ্ট হ'য়ে থাকে,
এই চিদ্-অণুগুলিরই মিলন-যোজনায়
পরমাণুর উদ্ভব হয়,
এই পরমাণুগুলি আবার অণুতে সংগঠিত হয়,
আবার, এই অণু হ'তেই
কণার উদ্ভব হয় ;
এই কণাই
সংঘাত-সংশ্রয়ী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
বস্তুজীবনে অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
প্রাথমিক বাস্তব অভিব্যক্তি নিয়ে
প্রতিটি ছন্দে, প্রতিটি রূপে—
নিরন্তর অনুগতি-তাৎপর্য্যে
প্রকট হ'য়ে অনন্তের পথে—
জীবনচর্য্যায়

স্মৃতিচেতনার আকৃতি নিয়ে
অমৃতকে আহরণ করতে—
অস্তিত্বের লীলায়িত স্বাদন-মাধুর্য্য
উপভোগ-প্রত্যাশায়। ১৭।

পরিবেশ ও পরিস্থিতির সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
ব্যষ্টিসত্তার উদ্ভব,
যা' আত্মসংরক্ষণ-আকৃতির অনুক্রমণায়
তদনুগ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চ'লেছে—
ঔপাদানিক ও ঔপকরণিক সংহতির ভিত্তিতে,
বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে,
এমনি ক'রেই
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
এই ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সত্তা-সংস্থিতি,
প্রাণন ও বর্দ্ধনের উপকরণ-সংগ্রহ
যদিও ঐ পরিস্থিতি
ও পরিবেশ হ'তেই করতে হয়,
তথাপি, ঐ বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ব্যষ্টি যা',
তা' তদ্রূপই ;
আবার,
সদৃশ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যবান ব্যষ্টির সংহতি
যা' সত্তা-সংরক্ষণ, সম্পোষণ
ও সম্পূরণী স্বার্থে অন্বিত হ'য়ে
সমগতিসম্পন্ন হ'য়ে চ'লেছে—
আদান-প্রদানে পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে,
আত্মসংস্থিতি-সংরক্ষণে,—
তা'ই তা'দের সমাজ,
সদৃশ প্রতিটি ব্যষ্টিতান্ত্রিকতার
সমসঙ্গতিপূর্ণ চলন নিয়েই
সৃষ্টি হয়েছে সমাজ,

তাই, প্রতিটি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
উন্নতি ও উদ্বর্দ্ধনই হ'চ্ছে—
সামাজিক জীবন ও বর্দ্ধনের
বাস্তব উপাদান। ১৮।

আকুঞ্চন, প্রসারণ ও বিরমণের
সুসঙ্গত সংস্থিতিই হ'চ্ছে এক,
আর, ঐ একই অদ্বিতীয় ;
আবার, কোষের অন্তর্নিহিত
ব্যবস্থ মৌলিক উপাদানগুলি
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের
আকুঞ্চন, প্রসারণ ও বিরমণ-অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে সক্রিয় ক'রে রাখে ;
তা'দের ঐ গতির স্রোতানুচলনই হ'চ্ছে
জীবের জীবনগতি,
এই চলন-প্রণালীই আত্মা,
আর, ঐ কোষগুচ্ছের
স্বাভাবিক সক্রিয় সংহতিই হ'চ্ছে—
শরীর ;
যে-সব কারণে
এই চলনগতি মন্থর হ'য়ে ওঠে,—
তা' হ'তেই ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য,
আর, যেখানে থেমে যায় একদম
তা'ই হ'চ্ছে মৃত্যু—
তা' যেমন ব্যষ্টিজগতের,
তেমনি বিশ্বজগতের,
এই যা' বুঝি। ১৯।

আরে পাগল !
শক্তি জমাট বেঁধেই বস্তু হয়,

আর, তা'ই
বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে—
স্বতঃ সংনিয়মন-তাৎপর্য্যে ;
বস্তু
ঐ শক্তিরই অবস্থার ক্রমমাত্র ;
যখন সে
জমার সংহতিকে হারিয়ে ফেলে—
তখন আবার
ঐ শক্তিতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে ওঠে,
এমনি ক'রেই
দুনিয়ার প্রত্যেকটি দ্যোতনা
ব্যবস্থ বিনায়নে
সংরক্ষিত হ'য়ে থাকে,
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে থাকে,
বিলয়প্রাপ্ত হয়,—
এই তো টোটকা কথা ;
তাই, এই সংহতিকে
যদি সুচারু সন্দীপনায়
সুনিয়ন্ত্রণে
সংরক্ষিত করতে পারা যায়,—
আমার মনে হয়—
সে চিরস্থায়ী
চলন্ত হ'য়ে চলতে পারে। ২০।

ঔপাদানিক সঙ্গতির
সুর-সন্দীপনায়
যা' সব-কিছু আচ্ছাদিত ক'রে আছে—
ব্যাপনার ক্বণ-কন্দল-তাৎপর্য্যে,
ব্যোম তো তাই-ই ;
বায়ুমণ্ডলের
ঔপাদানিক সঙ্গতির ভিতর

যে পারস্পরিক সঙ্গতি
শিষ্ট সন্দীপনায়
স্রোতল হ'য়ে আছে,—
বায়ু তো তা'ই ;
আর, ঐ তা' না হ'লে
বাঁচা যায় না ব'লে
তা'কে মরুৎ ব'লে থাকে,
আবার, তা' জীবনকে
পূত ক'রে তোলে,
স্বস্থ ক'রে তোলে—
তাই, তা'কে
পবনও ব'লে থাকে ;
ঔপাদানিক
সংক্ষুব্ধ সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যে-বিস্ফোরণ হ'য়ে ওঠে
দগ্ধ-দীপন তৎপরতায়—
তাপ তো সেখানেই,
আর, তাপের ফলেই অগ্নি ;
আর, জল কিন্তু
ঐ অন্বিত সংযোজনার
তরল সঙ্গতি—
যা'র ভিতর
বিহিত ঔপাদানিক সঙ্গতিগুলি
সংহত হ'য়ে
পারস্পরিক সম্বেদনায়
স্থৈর্য্য-তারল্যে
সংস্থ সংবেষ্টনায়
ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে ;
আর, ক্ষিতি হ'চ্ছে—
ঐ প্রাগ্-বস্তু উপাদানেরই
সঙ্গতিশীল স্থূল সংস্থিতি,

যা' বিক্ষোভহীন স্থৈর্য্যে
সংস্থ হ'য়ে থাকে—
ক্রম-মিশ্রণে। ২১।

শব্দ

স্পন্দন হ'তেই উদ্ভূত হয়,—
তা' তোমার
ইন্দ্রিয়গোচর হোক,
আর, না-ই হোক ;
এই স্পন্দনেরই অনুকম্পন
যা' নাকি
যেখানে যেমন
তেমনতর তা'কেই
উজ্জীবিত ক'রে রাখে—
সংস্থিতিতে,
সংস্থিতির ব্যতিক্রম হ'লেই
ঐ স্পন্দন
সেই ক্রম হ'তে
উন্মূলিত হ'য়ে যায়,
তখন সে-বস্তুর সত্তাও
তেমনতরভাবেই
নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে ;
প্রাণন-স্পন্দনও তা'ই,
আমরা যে মুখে কথা বলি
বা শব্দ করি—
তা'ও কিন্তু তা'ই ;
অন্তঃস্থ নিহিত স্পন্দনই
ঐ শব্দকে
উচ্ছল ক'রে তোলে,—
যা' আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়—
তা'ও,

যা' না হয়
তা'ও ;
এই প্রাণনস্পন্দন যা'
তা'কে বিহিতভাবে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে
ভুলে যেও না,
ভুল কিন্তু
ব্যতিক্রমেরই স্রষ্টা ;
তাই বলি—
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ো না
কোন দিক্-দিয়েই,
তোমার অস্তিত্বের
যে স্পন্দনবিভব—
যা' শিষ্ট সুতালে
সহজ চলনায় চলতে থাকে
তা'কে বিমুখ ক'রো না,
ঐ বিমুখতা
তোমাকে
বিধিবিমুখ ক'রে তুলবে ;
এই শব্দ বা অনুকম্পন
যেখানে যেমন বিহিত—
বিহিত তাৎপর্য্যেই
তা' সংস্থ ক'রে থাকে,
আর, যেখানে এর ব্যতিক্রম—
তা' সেইজাতীয় বিনষ্টিকেই
আহ্বান করতে থাকে ;
বুঝে চ'লো । ২২ ।

বিজ্ঞান
বস্তুধর্ম, তা'র বিশ্লেষণ,
বিন্যাস এবং নিয়োজনাকে

নিয়ন্ত্রিত করে,
আর, তাই-ই তা'র বিশেষত্ব। ২৩।

বিজ্ঞান যেখানে প্রবৃত্তি-তোষক,
আর, তদনুরঞ্জিত,
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনা সেখানে
সংক্ষুব্ধ যে হবেই—
তা' অতিনিশ্চিত,
তা' 'অদ্য বর্ষশতান্তে বা'। ২৪।

তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে
অন্বিত সঙ্গতিতে
বিহিত অর্থনায়
সংযোজিত ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
সুমূর্ত্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
কলাকৌশল ;
আর, তা'র সুসমীক্ষু সংযোজনী
বাস্তব অভিজ্ঞান যা'-কিছু
তা'ই বিজ্ঞান ;
এই বিজ্ঞান সার্থক হ'য়ে ওঠে—
ঔপাদানিক অন্বিত সঙ্গতিকে
বিহিত মূর্ত্তনায়
সুমূর্ত্ত ক'রে তোলাতে—
অস্তি ও বর্দ্ধনচর্য্যার
মাঙ্গলিক অভিযান নিয়ে। ২৫।

যা'ই বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছে,
তা'র ঔপাদানিক সংহতি-সম্বেগ যেমন
তেমনি ক'রেই তা'

সংস্থিতিতে সংহিত হ'য়ে উঠেছে—
সম্মিলিত হ'য়ে,
আবার, যা'র সাথে তা'
এই সংহতি-সম্বেগ নিয়ে
সম্মিলিত হ'তে পারে না,—
সেখানে তেমনতর হয়নি,
বা হ'তে গেলেও
বিস্ফোরণেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
তা' আবার তেমনি ক'রেই অন্যত্র
যা'র সাথে তা'র সংহতি-সম্বেগ
খাপ খেয়ে উঠেছে—
যেমনতর নিটোল টানে—
সেখানেই তেমনিভাবেই উদ্গতি লাভ করেছে ;
বস্তুর ঔপাদানিক উপকরণ-আবেগই এই,
আকর্ষণ-বিকর্ষণী সম্বেগই হ'চ্ছে—
তা'কে অনুপাতিকভাবে মূর্ত্ত করার
সাত্ত্বিক-সংশ্রয়,
আবার, গুণ ও ক্রিয়ার তারতম্যও
তদনুপাতিকই হ'য়ে উঠেছে—
যেখানে যেমন—তেমনিভাবে ;
ঐ তাৎপর্য্য-অনুধাবনই হ'চ্ছে রসায়ন-অনুশীলন,
আর, সক্রিয় সঙ্গতি নিয়ে
যে-অভিব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে,—
তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ পরিবেদনাই হ'চ্ছে
পদার্থবিদ্যা । ২৬ ।

যে-গবেষক
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষণে দাঁড়িয়ে
সন্ধিৎসাকে এড়িয়ে
তা'র বাস্তব অনুমাপন-আবেগকে
বা গণিত-অনুমাপনী উৎক্রমণ-প্রবৃত্তির

বিহিত কর্ষণে
বিহিত নির্দ্ধারণী সঙ্কেতকে
পরিত্যাগ ক'রে—
গবেষণার পথে চলতে চায়,
তা'দের গবেষণা অশিষ্ট অন্ধতমেই
ক্রমান্বয়ে আত্মবিলয় করতে থাকে ;
তাই তোমার অন্তর্দৃষ্টিকে
তীক্ষ্ন তালিমে সম্বুদ্ধ রেখে
পরিবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
বাস্তবতার স্তরে
ক্রমশঃই উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে থাক—
কোনপ্রকার অন্ধদৃষ্টিতে
নিজেকে নিবদ্ধ না রেখে,
বাস্তব মঙ্গলকে
মাঙ্গলিক অভিযানে আবাহন কর,
মঙ্গলের অধিকারী হও
এবং সবাইকে
সেই অধিকারে অধিষ্ঠিত ক'রে তোল। ২৭।

বৈশিষ্ট্যবান সুকেন্দ্রিক
আত্মবিনায়নী স্থৈর্য্যশীল
নৈতিক চলনা যদি
নিখুঁতভাবে সত্তায় সংগ্রথিত হ'য়ে না ওঠে—
অচ্ছেদ্য স্বস্থ-সংস্থিতিপ্রবণ হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনী সক্রিয় তৎপরতায়,
কিন্তু সেই অবস্থায়
আণবিক শক্তির অনিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ
যদি অবিরল হ'য়ে ওঠে,
জীবনের জৈবী-দীপনাও
বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায়
অবৈধ বিচ্ছুরণা নিয়ে

রকমারি আকারে
শৃঙ্খলাশূন্য হ'য়ে
বিঘূর্ণমান হ'য়েই চলতে থাকবে—
বিক্ষিপ্ত আক্ষেপের
দুশ্চিন্তনীয় দুর্ম্মদ অভিযানে। ২৮।

অশুভ আণবিক সংঘাত
সৃষ্টি করতে যেও না,
প্রত্যেকটি পিণ্ডিক কোষ
কতকগুলি অণু-সঙ্কলনেরই
পৈণ্ডিক-অভিব্যক্তি ;
তুমি যদি বিশেষ প্রক্রিয়ার
ভিতর-দিয়ে
অণু-সংঘাত সৃষ্টি কর,—
ঐ পিণ্ডিক কোষ বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে,
তা'র যন্ত্রণ-বিনায়না ভেঙ্গে
ব্যতিক্রমে বিত্রস্ত হ'য়ে উঠবে,
প্রাকৃতিক সঙ্গীত চুরমার হ'য়ে যাবে,
আর, তা' সুদূরপ্রসারী হ'য়ে
প্রতিটি কোষকে বিধ্বস্ত ক'রে
কোষ-সঙ্কলনী অণুগুলিকে
ইতস্ততঃ সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
মিলনাবেগে ছুটে-ছুটে
ঐ পিণ্ডিক জগৎকেই
ত্রস্ত-সংক্ষুব্ধ ক'রে
জীবজগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ,
এমন-কি, স্থাণু-জগৎকে
আক্রমণ ক'রে,
তা'র প্রাকৃতিক আকর্ষণী-বিকর্ষণী
অনুবেদনাকে
বিত্রস্ত ও ব্যতিক্রান্ত ক'রে

জীবনের যোগদীপনাকে
নষ্ট ক'রে ফেলবে ;
আর, আক্রান্ত হবে সবাই,
যে-এলাকায়ই ঐ সংঘাত
সৃষ্টি করা হয়,—
তা' প্রসার লাভ করবে
ততদূর ও ততক্ষণ পর্য্যন্ত—
ঐ সংঘাত-সম্বেগ-উৎসৃষ্ট অনুগতি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
নিরুদ্ধ না হয় ;
তাই, এমনতর দুর্দ্দৈবের পরিকল্পনা
যা' বিপর্য্যয় ও মৃত্যুকে
আবাহন ক'রে থাকে,—
তা'কে আমন্ত্রণ করতে যেও না ;
যদি পার,
শুভদ ব্যবহারে
শুভপ্রসূ ক'রে
মানুষের জীবন-বর্দ্ধনার
অমোঘ অমৃত-রশ্মিকে
উদ্ঘাটন ক'রে
অমরণ-অনুদীপনায়
অধিষ্ঠিত থাক,
আর, তা'র অধিকারী ক'রে তোল
সবাইকে ;
মরণ-সংঘাত
সবাই সৃষ্টি করতে পারে,
কিন্তু উপযুক্ত মনীষীই
অনুক্রিয় তৎপরতায়
অমৃত-উদ্দীপনী যোগদীপনা
অর্জ্জন ক'রে
ঐ অমৃতরণে জীবনকে

সার্থক ক'রে তুলতে পারে ;
ঈশ্বর ধারণপালনী সার্থকতার
পরম উৎস,
ঈশিত্বের মর্য্যাদাই
ঐ ধারণে, পালনে,
তিনিই অমৃত-স্বরূপ । ২৯ ।

তোমার চিত্তের
চিন্তাস্রোতকে
শব্দে স্ফুরিত না ক'রে
এমনতরভাবে যন্ত্রারূঢ় ক'রে
তা'কে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা কর—
যা'তে তা'
বস্তু বা বিষয়কে
সমীচীনভাবে বিনায়িত ক'রে
অভীষ্ট কিছুর অনুকূলে
বাস্তব পরিবর্ত্তন
সংঘটিত ক'রে তুলতে পারে ;
তোমার অন্তর্নিহিত বিধান-ব্যবস্থিতি
যে-ধারায় জীবনীয় হ'য়ে চলেছে—
যে সম্পদ্‌স্রোতা হ'য়ে,
তা'র বিন্যাস-বিভূতিতে
কী সংঘটিত হ'তে পারে,
ক্রম-অনুধ্যান ও বিনিয়োগে
কী হ'তে পারে--
কী হয়—
ঐ আণবিক অনুনয়নের মত,—
বুঝবার ও দেখবার যত্ন নিয়ে
তা' বুঝতে পার,
দেখতে পার । ৩০ ।

শব্দ ও সুরের
স্থূল ও আতিবাহিক ক্রমকে
বিহিত ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
যদি আয়ত্ত করতে পার—
তা' হ'তে
অনেক সুবিধাকে
অর্জ্জন করতে পার,
ব্যাধির দিক-দিয়ে
সব জাতীয় আধি-ব্যাধি,
শারীরিক বিকৃত পোষণ-প্রদীপ্তি,
তা' ছাড়া অনেক কিছু—
এমন-কি
মৃত্যুকেও হয়তো
নিরোধ করতে পারা যায় ;
তপ-তৎপর হ'য়ে
প্রচেষ্টার অনুধায়নী গতিতে
যদি পার—
দেখ—
সার্থকতা কতদূরে ! ৩১ ।

উপাদান ও উপকরণ-সংঘটিত বস্তু
ও তা'র গুণ ও গঠনের
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নেই
তা'র ধর্ম্ম নিহিত ;
তাই, ধর্ম্মকে জানতে হ'লে
তা'র সবগুলিকে জেনো,
তবে তো তা'র সাত্বত বিহিত যা'
তা'কে বুঝতে পারবে,
আর, বিপরীত কী—
তা'কেও জানতে পারবে,
জেনে, তা'র সৎ ও অসৎ

যা'-কিছুকে অবলম্বন ক'রে
অসৎ-এর হাত হ'তে তা'কে রেহাই ক'রে
ঐ অস্তিত্বে
বা সৎ-সঙ্গতির সংরক্ষণায়
উপনীত যেই হ'তে পারলে—
বিহিত পরিচর্য্যায়,
ধর্ম্ম তোমার বোধদীপ্ত জ্ঞান-গোচরে
তখনই তো আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, বস্তুকে
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে জান,
তা'র সংরক্ষণায় বিপরীত যা'-কিছু এড়িয়ে—
রক্ষণ অর্থাৎ বজায় থাকার
যা'-কিছু মরকোচকে অবগত হও,
ধর্ম্মকে জান। ৩২।

তুমি অযুত হস্তে
অযুত বোধনা নিয়ে
বিজ্ঞানের অনুশীলন কর না কেন,—
যতক্ষণ তা' সত্তাপোষণী না হ'য়ে উঠছে,
তা' তখনও ধর্ম্মদ হ'য়ে ওঠেনি ;
যে-বিজ্ঞান যা'-কিছুকে
বাস্তব বিনায়নে
সাত্ত্বিক ধৃতির অনুপোষণে
অর্থাৎ, সত্তা-সংস্থিতিকে ধ'রে রেখে
বর্দ্ধন-বিভূতি-সম্পন্ন ক'রে তোলে—
তাই-ই কিন্তু ধর্ম্ম ;
আর, তা' যখন সত্তা-সংস্থিতিকে
বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
অধর্ম্ম কিন্তু সেখানেই ;
ধর্ম্ম মানেই তা'ই—
যা'

সত্তাকে
সংস্থিতিকে
ধারণ করে
রক্ষণ করে,
পোষণায় স্থিতিমান ক'রে তোলে—
বিরুদ্ধ যা' তা'র সমীচীন নিরোধে
ও শুভ-বিনায়নে ;
যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি
ধ্রিয়তে, স ধর্ম্মঃ । ৩৩ ।

আচার্য্যের প্রতি নিষ্ঠাকে
অস্খলিত ক'রে তোল,
নিটোল ক'রে তোল,
শিষ্ট সমাধানতৎপর ক'রে তোল,
কথাবার্ত্তা, চালচলন—
সবগুলিকে বোধ কর,
এবং বোধগুলিকে
বিশেষভাবে
যেখানে যেমন ব্যবহার ক'রে
যা' হয়—
তা' হ'ল বুদ্ধি,
আর, বুদ্ধিকে
জ্ঞানে প্রদীপ্ত ক'রে তোল—
বিহিত কৃতিদীপ্ত প্রেরণায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
ব্যতিক্রমদুষ্ট না ক'রে ;
যে-জ্ঞান
তুমি ঐ অমনতর
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে পেলে—
সেটাকে বিহিতভাবে
ব্যবহার করতে শেখ,

কোথায় কেমন ক'রে
তা' নিয়োজন করতে পারা যায়—
বিশেষভাবে তা'কে আলোচনা কর,
কাজে পর্য্যবসিত কর
এবং ক'রে কী হয়—
সেগুলিকে বিহিতভাবে দেখ,
আর, দেখে-ক'রে
তুমি যা' পেলে—
জ্ঞানদীপনী তাৎপর্য্যে,
সেগুলিই হ'চ্ছে বিজ্ঞান ;
কত রকমে
কোথায় কী ব্যবহার ক'রে
কী লাভ হয়—
কিংবা কী উৎসর্জ্জনার সৃষ্টি হয়—
তা' বিহিতভাবে জানাই হ'চ্ছে তোমার
জ্ঞানদীপালী উৎসর্জ্জনা,—
যা'কে বিজ্ঞান বলে,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে—
ভক্তির ভজনদীপ্তি । ৩৪ ।

সিদ্ধ বিজ্ঞানকে গ্রহণ ক'রো,
কাজে লাগিও,
আবার, বিজ্ঞান-সিদ্ধ যা'-কিছু
তা' ব্যবহার ক'রো—
তোমার সাত্বত অভিযানে ;
আর, সন্ধিৎসু সমীক্ষায়
সতর্ক অভিনিবেশ নিয়ে
অর্থাৎ, দৃষ্টি নিয়ে
যা' সিদ্ধ হয়নি
সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল অর্থনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে

সিদ্ধত্বের বাস্তবতায় নিয়ে এসো ;
এখনও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ যা',
সাত্বত সংরক্ষণার পরিপন্থী যা',
তা'কে পরিচর্য্যায় সিদ্ধ ক'রে
তা'র বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে
অধিরূঢ় হ'তে চেষ্টা ক'রো ;
আর, ভৃতি ও ধৃতি-পরিচর্য্যায়
বা অসৎ-নিরোধী প্রয়োগে
যেখানে যেটুকু প্রয়োজন
তেমনতরভাবে সিদ্ধ বিজ্ঞানকে নিয়ে
নিজে আপদ্‌মুক্ত থেকে
সমীচীন বর্দ্ধনায় তা'কে নিয়োগ ক'রো ;
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল
আরো-আরোর পথে—
তা' যে-কোন বিষয়েই হোক না কেন—
সব নিয়ে সামগ্রিকতার সহিত
পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে ;
আর, যেখানে যেটিকে
যেমনতর ক'রে
আয়ত্ত ও নিয়োগ করলে
সপরিবেশ তোমার উৎকর্ষ
অবাধ হ'য়ে ওঠে,
তাই-ই ক'রো,
ব'সে থেকো না—
শুধু ভাবনার মৌতাত নিয়ে,
কৃতি-নন্দনায়
সক্রিয় উদ্যমে
আপূরণী পরিবেষণায়
তোমার যা'-কিছুকে
বাস্তবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বাস্তব উৎকর্ষণার

অভিযাত্রী হ'য়ে ওঠ ;
সার্থক হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই—
তোমার ধারণ, পালন ও পোষণ-সম্বেগকে
ধৃতিমুখর ক'রে
কৃতি-নিয়মনায়
অমৃত জীবনকে আয়ত্ত করতে-করতে ;
ঐ তো অমৃত-পথ। ৩৫।

দেখ—
তা' বিহিতভাবে—
কোথায় কেমন কী আছে,
তা'র ক্রিয়াগুলি পর্য্যবেক্ষণ কর,
পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
বোঝ,
বুঝে
ব্যাপারগুলি
আয়ত্তীকৃত ক'রে তোল,
যেখানে
হাতে-কলমে করা সম্ভব—
তা' কর,
এ করার ভিতর-দিয়েই
তোমার বোধ
আরো মার্জ্জিত হ'য়ে উঠবে ;
করতে গেলে
যেখানে যেমনতর ক'রে করতে হয়
তা'ই ক'রো—
যেমন ক'রে তোলায়
তা' ব্যর্থ ও ক্লেশপ্রদ না হ'য়ে ওঠে,
এখন, সেগুলির তেমনি সংযোজনা কর,
সংযোজনা ক'রে
কোথায় কী হয়—

সেগুলি দেখ,
বোঝ,
এমনি ক'রেই
বোধক্রিয়াগুলিকে
খুব সাবুদ ক'রে তোল—
বিভিন্নরকম জ্ঞানপ্রতিভাকে
উদ্দীপিত ক'রে,
যেখানে যেমন ক'রে যা' হয়
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে আন,
ঐ আয়ত্ত ক'রে এনেই
যা'র বিহিত সঙ্কলনে
বিশেষ রকমের অভ্যুত্থান হ'য়ে ওঠে—
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে
বিজ্ঞ হও,
ঐ বিজ্ঞ হওয়াই হ'চ্ছে—
বিজ্ঞানপ্রতিভা,—
বিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রতিভা ;
এই প্রতিভা
যেমন তীব্র, শিষ্ট, সুন্দর,—
তোমার বিজ্ঞত্বও
তেমনি তীব্র, শিষ্ট, সুন্দর। ৩৬।

লাগ্নিক
উচ্চ গ্রহের সহিত
নিম্ন কোন গ্রহ থাকলে—
তা' মিত্রই হোক্,
আর, শত্রুই হোক্—
লগ্নে বিদীপ্ত থাকা সত্ত্বেও
তা'র বেষ্টনী যা'রা
তা'রা অনেকখানি

নির্বীর্য্যই হ'য়ে থাকে—
সৌষ্ঠবসম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও। ৩৭।

যা'-কিছু হোক না কেন—
তা'কে গ্রহণ করবার
যে-ত্রুটি
মানুষকে বিকৃত পন্থায়
টেনে,
বিভ্রান্ত ক'রে,
দুর্দ্দশার দিকে নিয়ে যায়—
তা' কিন্তু ঐ গ্রহণ-ত্রুটি
অর্থাৎ গ্রহের দোষ,
আর, ঐ গ্রহণ
যখন বিকৃত বিভ্রান্তির পথ থেকে টেনে
সুপথে নিয়ে যায়,
সৎ-নিষ্ঠ ক'রে তোলে,
শ্রেয়-নিষ্ঠ ক'রে তোলে,
তখন তা'
দোষ বা ত্রুটি-মুক্ত হয়,
অর্থাৎ, গ্রহের দোষ কেটে গিয়ে
সুগ্রহের আগমন সূচিত হয় ;
আবার,
সৌরজগতের যে-গ্রহগুলি
পৃথিবীকে গ্রহণ ক'রে আছে,
কিংবা পৃথিবী যা'দের সংগ্রহে
সংগ্রহায়িত হ'য়ে আছে—
তা'রাও কিন্তু গ্রহ ;
যে যখনই
জন্মগ্রহণ করুক না কেন—
তৎকালে যেটা তা'র লগ্ন,
বা লেগে থাকা,

বা লাগোয়া গ্রহ,
অর্থাৎ, ঐ জন্মসময়ের সাথে
যে-গ্রহ সম্বন্ধান্বিত ও সংস্থিত
বা যা'র সাথে
তা'র সহ-সংস্থ-সম্বন্ধ হয়েছে—
তা'কে ধ'রে
ও অন্যান্য গ্রহের
পরাবর্ত্তনী পরিপ্রেক্ষার সহিত
নির্ণীত কারকতার কূটচলনে
ঐ জীবনগতিকে
পরিমাপ করবার কায়দাই হ'চ্ছে—
ফলিত জ্যোতিষবিদ্যা ;
মনে কর—
আমরা যে-গ্রহের
স্থিতিকালে জন্মি,
অর্থাৎ, যে বা যা'-কিছু জন্মে,
তা'র সাথে যে-গ্রহ
সমসাময়িক সংস্থিতি সৃষ্টি করে,—
সেটাকে কেন্দ্র ধ'রে
তদনুগ পরাবর্ত্তনী জীবনগতি
যেমনতর হয়,
আমাদের প্রাপ্তিও হয় ঠিক তেমনই ;
ঐ গ্রহ-সংস্থিতি
নানা বস্তু, বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে
আমাদের গ্রহণভঙ্গীকে
বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে
অনেকখানি নিয়মিত করলেও
আমরা তা'র প্রভাবের ঊর্দ্ধে
যেতে পারি—
অর্থাৎ, অতিক্রম করতে পারি—
ভালমন্দ যা'-কিছুর

শুভনিয়ন্ত্রণী শক্তিসম্পন্ন
কোন শ্রেয়-পুরুষে
যদি নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
চলি ;
তাই, শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
সদাচারে
সৎপথে চলাই হ'চ্ছে—
জীবনচলনার পরম স্বস্ত্যয়ন ;
এক-কথায়,
ঐ সন্দীপনী
অসৎ-অতিক্রমী চলনই হ'চ্ছে
স্বস্ত্যয়ন । ৩৮ ।

শুধু বৈজ্ঞানিক হ'লেই
চলবে না কিন্তু,
বিজ্ঞানের
সুসন্ধিৎসু অনুশীলন-তৎপরতায়
তা'র সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তোমাকে বিজ্ঞান-আচার্য্যে
উপনীত ক'রে তুলতে হবে ;
এই সুকেন্দ্রিক সুসন্ধিৎসু
সম্যক্ বোধিবীক্ষণার
অনুশীলনী আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক পরিবেদনায়
তোমাকে বিজ্ঞানবেদী হ'য়ে উঠতে হবে ;
সুকেন্দ্রিক সার্থক স্মরণ-চলনে চ'লে
জ্ঞান-বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে
বিধির পরিদর্শনী প্রক্রিয়াকে জেনে
অনুশীলন-তৎপরতায় তা'কে আয়ত্ত ক'রে,
সত্তার অনুপোষণায়
শুভ যা'

তা'কে সুচয়নী অর্থনায় আহরণ ক'রে,
অশুভকে সুদূর দৃষ্টির
অনুবেদনী পরিবীক্ষণায়
সুস্পষ্টভাবে জেনে,
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
বৈধী-বিনায়নায়
তা'কে নিরোধ ক'রে,
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বা বিনায়িত ক'রে
বস্তুর উপকরণ ও ঔপাদানিক বিশেষত্বের
বিশেষ বিন্যাসকে
তোমার স্মৃতিচেতনায় এনে
তোমার নিরন্তর স্থায়িত্বের
অভিসারী চলনের সহায়ক ক'রে,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে,
বৈশিষ্ট্যের বাস্তব-অভিব্যক্তিকে
অন্তরাসী সুদীপ্ত আগ্রহে
সম্যক্‌ভাবে দেখে
তা'র বৈধী-সূত্রকে আবিষ্কার ক'রে,
একানুদীপ্ত পরিবেষণায়
সবাইকে তা'তেই পরিস্রুত ক'রে
বর্দ্ধনার অধিকারী করতে হবে যা'-কিছুকে—
শুভদ যা',
সম্বর্দ্ধনী যা',
স্মৃতিচেতনার অভিসারী যা',
যা' বা যিনি সেই রস-স্বরূপ—
নন্দ-বিকিরণী বিভায়
তা'তেই বা তাঁ'তেই সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে
সচ্চিদানন্দের বিভব-অনুদীপনায়
বিভূতিসম্পন্ন ক'রে সবাইকে,
বর্দ্ধনার যাজ্ঞিক সমিধ-হোমবহ্নিতে

পূত ক'রে তুলে সবাইকে ;
ঐ অন্বিত সঙ্গতিশালিন্যে
প্রতিটি বস্তুর বৈধী-অনুক্রিয়ার
উচ্চেতনী অনুদীপনাকে আবিষ্কার ক'রে
জীবনকে যদি তা'তেই
প্রভূত ক'রে তুলতে না পারলে,
তোমার বৈজ্ঞানিকতা কিন্তু তখনও
একটা বাতুল রহস্য নিয়েই চলছে ;
তাই, নজর রাখতে হবে—
অসংলগ্ন বাতুল প্রবোধনায় বিবুদ্ধ হ'য়ে
জীবনকে বাতুল ব্যতিক্রমে
বিভ্রান্ত না ক'রে তোলে কেউ ;
তোমার দায়িত্ব
জীবন-দীপনার প্রতি কত বিশাল—
বিশাল হ'য়েও যিনি 'অণোরণীয়ান্'
তিনিই তা' জানেন ;
তোমার অনুক্রিয় অনুচলন
সপরিবেশ তোমার স্বস্তিপ্রদ হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেককে জীবন, আয়ু ও উদ্বর্দ্ধনার
অধিকারী ক'রে তুলুক,
তোমার ঈশিত্ব সার্থক হ'য়ে উঠুক
প্রত্যেকটি জীবনে,
সাম-সম্ভার তোমাকে অভ্যর্থনা করুক ;
ঈশ্বর যা'-কিছু প্রত্যেকের ভিতরই
পরম সাম-দীপনা,
প্রতিটি ব্যষ্টি-হৃদয়ে
তিনি সামসঙ্গীত। ৩৯।

কোন-বস্তু বা বিষয়কে
জানতে হ'লে
সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে হয়—
তা'র বাইরের
অবয়ব বা কী রকম!
ভিতরের বৈধানিক সংগঠনই
বা কেমনতর!
তা'র পক্ষে ভাল কী!
মন্দই বা কী!
ভাল ঔপাদানিক সংযোজনায়
তা'র কেমনতর হয়!
আর, তা'র মন্দ
ঔপাদানিক সংযোজনাই বা কী!
আর, সেই মন্দ সংযোজনাতে
কী হয়!
আবার, ভালমন্দ
ঔপাদানিক সংযোজনার ফলেও
বা কী রকম দাঁড়ায়!
তা'র অস্তিত্বের পক্ষে
কীই বা উচিত!
কীই বা তা'র অস্তিত্বের
ব্যতিক্রম!—
সবগুলিকে
দেখে-শুনে-বুঝে
জানতে হবে,
জেনে—
একটা সমীচীন সঙ্গতিতে এনে
তা'র অস্তিত্বের জন্য
বিহিত ব্যবস্থা যা'
তা' নিরূপণ করতে হয়;
আর, যা'তে তা'
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়—
সেগুলি যা'তে তিরোহিত হয়

তাই-ই করা সমীচীন ;
সঙ্গতিশীল
ঐক্যনিবদ্ধ
অন্তঃস্থ অনুকম্পনই
বস্তুর প্রাণনদীপ্তি—
যা' জীবন-স্পন্দনকে
স্বস্থ অনুবেদনায়
প্রাণন-পুষ্ট ক'রে তোলে,
আর, সেই স্পন্দনই কিন্তু
জীবন-চেতনা ;
তাই, অস্তিত্বের শিষ্ট সঙ্গতি
ও তা'র বাহ্যিক
এবং আন্তরিক সংগঠনগুলিকে
উপযুক্ত ঐক্যতানিক
অনুগঠনে রেখে
সম্বর্দ্ধনী সঙ্গতিকে
যথাযোগ্য রকমে
উচ্ছল ক'রে তুলতে হয় ;
তবে তো বুঝবে !
করতে পারবে তেমনি । ৪০ ।

বস্তুর অন্তঃস্থ
সাত্বত স্পন্দন
সহজভাবে কেমনতর চলে
তা' বেশ ক'রে
খুঁজে-পেতে দেখে নাও,
কোনরকম ব্যতিক্রমে
সে কেমনতর গতির দ্বারা
বিনন্দিত হয়
তা-ও দেখে নাও,
আবার, এই বস্তুর

অন্তঃস্থ নন্দনা
কোথায় কেমনতর ব্যতিক্রম হ'লে
কী অবস্থায়
উপনীত হ'য়ে ওঠে
সেটাও বেশ ক'রে বুঝে রাখ—
খুঁজে-পেতে, দেখে-শুনে,
সব রকমে,
আবার, স্বাভাবিক রকমেই বা
কেমনতর চ'লে থাকে—
তা'র ঔপাদানিক সঙ্গতিকে
সুসম্বন্ধ ক'রে
তা'ও বুঝে রেখ,
কিসে উদ্দীপ্ত হয়,
কিসে সুষ্ঠুভাবে
বিকশিত হয়,
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেই বা কিসে,
স্বাভাবিকই বা রয় কিসে—
কেমন ক'রে—
আর, মুহ্যমানও হ'য়ে ওঠে
কেমন ক'রে—
সেগুলিকে বেশ ক'রে
বুঝমোতাবেকে এনে
পার্থক্যগুলিকে
প্রকৃষ্টভাবে জেনে রাখ,
আর, এমনতর জেনে
যা'কে যেখানে
যেমনতর রকমে লাগাতে চাও,
দেখ—
তা' পার কিনা !
আর, বস্তুসঙ্গতি
আর তা'র স্পন্দন-প্রবাহ

বিশেষভাবে
আয়ত্ত ক'রে নিয়ে
কোন বিশেষ ক্রিয়ায়
তা'কে কেমন ক'রে
নিয়োজিত করতে পারা যায়—
তা-ও দেখ,
আর, বিহিত-মত কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
রসের প্রাণন-স্পন্দনকে
এমনি ক'রে জেনে
ঔপাদানিক সংহতিকে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে
অভীষ্টকে
শিষ্টভাবে
বিনায়িত করতে পারাই হ'চ্ছে
রস,—
শব্দ বা স্পন্দনের পন্থাগুলিকে
আয়ত্ত করার কায়দা-কলাপ ;
দেখ,
শোন,
বোঝ,
কর—
যেখানে যেমন লাগে,
বিধায়নায়ও তা'
তেমনিভাবে বিনায়িত ক'রে নাও,
সার্থক হও,
রসবিৎ হ'য়ে ওঠ। ৪১।

বস্তুর গতি,
তা'র বিস্ফোরণ ও বিলয়নকে
বিহিতভাবে

অবলোকন ক'রে
গতির কেমন অবস্থায়
এই বিস্ফোরণ হয়,
কী অবস্থায়ই বা বিলয়ন হয়—
বিহিতভাবে জেনে
মরকোচ যা'-কিছু আছে—
সে-সবগুলি দেখে
বিদিত তাৎপর্য্যে
তা'কে কোথায়
কেমনতরভাবে
ব্যবহার করা যায়—
তা'ও নির্ণয় ক'রো ;
আবার, গতির
বিস্ফোরণ ও বিলয়ন
কোথায় কা'র সঙ্গতিতে
কেমনতর হ'য়ে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,—
বা নিষ্ফল হ'য়ে ওঠে,—
সে-তাৎপর্য্যগুলিকেও
বিহিত আয়ত্তীকরণের ভিতর-দিয়ে
তোমার বিদিত ব্যপদেশে এনে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তা' ক'রো ;
ঐ করণীয়গুলির ভিতর-দিয়ে
দেখে নিও—
কেমনতর কী-তাৎপর্য্যে
বা যান্ত্রিক বিনায়নে
বা সার্থক-সঙ্গতির অভিদীপনায়
যেখানে যেমনতর ক্রম,
আর, তা' নির্ণয় ক'রো ;

দূরে বা নিকটে
কী-সন্ধিৎসুতা নিয়ে
তা'কে দিয়ে
কী উদ্দেশ্য
সমাধান করতে পারা যায়—
তা' বিহিত বিন্যাস ক'রে
তা'কে তেমনভাবেই জেনো ;
জানার এই ক্রমগুলিতে
অভ্যস্ত হও,
অভ্যস্ত হ'য়ে
কা'র পক্ষে কেমনতর
তা' শুভপ্রদ—
অশুভপ্রদই বা
কেমন ক'রে কোথায় হয়—
তা' নির্ণয় কর,—
মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, অগ্নি
ও সত্তাতে
তা'র অবস্থানুক্রমিক
কী রূপ—
সাবধানে তা' দেখে-শুনে,
এই নির্ণয় আনতে
অভিদীপ্ত অনুবেদনায়
তোমার যেখানে
যেমনতর করা উচিত—
তা' ক'রো—
শুভসন্দীপনী তাৎপর্য্যে। ৪২।

যে-কোন জিনিস বা বস্তুই
দেখ না কেন,
তা' যদি লম্বা হয়,
সম্ভব হ'লে তা'র দুই প্রান্তই দেখো—

প্রান্তের বিশেষত্ব কী আছে
বুঝে নিতে ;
প্রস্থে দেখবে অমনতর ক'রে,
তা'র মধ্যও দেখবে,
মধ্য হ'তে একপ্রান্ত ও আর-এক প্রান্ত
ও অন্য প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত
লহমায় দেখে নিও,
কোথায় কী কোন্ বিশেষত্ব নিয়ে
অবস্থান করছে—
তা'ও দেখে নিও,
গোলাকার হ'লে তা'র পরিধি হ'তে
আমান যা'-কিছু দেখে নেবে—
বিশেষভাবে বিনিয়ে-বিনিয়ে,
কোণ-বিশিষ্ট জিনিস হ'লে
তা'র বিশেষত্বও ভাল ক'রে দেখে নিও,
সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে নিও—
জিনিসটা কী
ও কোন্ কাজে ব্যবহার হ'তে পারে ;
আবার, শোনাও কিন্তু ঐ রকমই,
শুনে-শুনে বুঝতে চেষ্টা কর—
কোথায় কী-রকম শব্দের উৎপত্তি হয়,
কতদূরের শব্দ কোথায় কী-রকম
শুনতে পাওয়া যায়,
শোনার রকমের ভিতর-দিয়ে
শব্দের আগম-স্থান বা আগম-বস্তু
নির্ণয় করতে পার কিনা—
বুঝে নিও ;
গন্ধ-স্পর্শও ঐরকম কিন্তু—
যেখানে যা' যেমন ক'রে সম্ভব
সেখানে তা' তেমনতর ক'রেই ;
এই দেখা-শোনা, ঘ্রাণ ও স্পর্শের

ভিতর-দিয়ে
বাস্তবভাবে বস্তুর অবস্থা
ধারণা করতে চেষ্টা ক'রো ;
যেখানে দেখা যায়—
শোনা যায় না,
শোনা যায়, গন্ধ পাওয়া যায় না,
গন্ধ পাওয়া যায়, স্পর্শ করা যায় না,
স্পর্শ করলেও ওজন ঠিক করা যায় না,
সেখানে যেটাকে যেমন ক'রে
বুঝতে পারা যায়—
তা' বুঝে নিও ;
এমনি ক'রে যথাসম্ভব
বিশদ বোধে উপনীত হ'তে
চেষ্টার ত্রুটি ক'রো না,
এগুলি করবে—
যথাসম্ভব ত্বরিতগতি নিয়ে ;
এমন অভ্যস্ত হওয়াতে
একটু দেখেই
কোন-কিছু সম্বন্ধে
আন্দাজ করতে পার,
আর, সে-আন্দাজটা বাস্তব হয়
প্রায়শঃ—
সঙ্গতিশীল ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে ;
শুধু মনে-মনে ধারণা ক'রে
কোন জিনিসকে বুঝতে চেষ্টা করলে
ধারণার ঘুঘু হ'য়ে থাকবে,
হয়তো তা'র বাস্তবতার সঙ্গে
মিল নাও থাকতে পারে ;
তাই, বাস্তব সমীক্ষাকে
অগ্রাহ্য ক'রে
বস্তুজ্ঞানের দাবী করতে যেও না,

তা'তে অন্যকেও ঐ ধান্ধায় ফেলে দিয়ে
তা'রও ঐ অবস্থা ঘটাবে ;
অমন ক'রে
দেখে, শুনে,
ঘ্রাণ নিয়ে,
স্পর্শ ক'রে
ও ওজন পরিমিত ক'রে
কোন জিনিসের বাস্তব রূপ কী,
স্বাদ কী,
বা রস কী,—
তা' আয়ত্ত করতে চেষ্টা ক'রো,
এবং তা'র কোথায় কী ব্যবহার হয়
প্রণিধান করতে যত্নশীল থেকো,
প্রয়োজনের মুহূর্ত্ত হ'লেই
এগুলি যা'তে স্মরণে আসে—
তা'র ব্যবস্থা ক'রেই চ'লো,
এই প্রচেষ্টা তোমাকে
বস্তুবিৎ ক'রে তুলবে ;
তাই বলি—
ধারণার ঘুঘু সেজে
পণ্ডিত হ'য়ে ব'সে থেকো না,
দেখ, শোন, স্পর্শ কর,
যেখানে গন্ধ নেওয়া যায়—
গন্ধ নাও,
আর, কোথায় কোন্‌টা কী-ভাবে
লাগাতে পারা যায়—
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
সেটাকেও অনুধাবন ক'রো,
তবে তো বুঝকে সলীল ক'রে
তুলতে পারবে !
আর, ঐ বাস্তব ধারণাই

তোমার ধৃতি-সম্বেগকে
পটু ক'রে তুলে
তোমাকে বিজ্ঞতায়
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলবে ;
ঐ চলনই যেন
তোমাকে পণ্ডিত ক'রে তোলে,
অযথা পাণ্ডিত্যের বড়াই ক'রে
মাটি হ'তে যেও না। ৪৩।

আবার বলি শোন,
বস্তুগুলিকে দেখ—
তা'র বিহিত তাৎপর্য্যকে
অনুধাবন ক'রে,
স্থূল হ'তে
সূক্ষ্মতর যা'-কিছু আছে—
তা'র সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
আণবিক বিধায়নাগুলির
বিহিত বিশ্লেষণে
তা'র সংগঠনী তাৎপর্য্যগুলিকে
নির্দ্ধারিত ক'রে,
তা'র আণবিক
সূক্ষ্ম সন্দীপনা হ'তে
ঐ অণুর
আরো সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যে যেয়ে
সূক্ষ্মতর অবস্থাকে
নির্ণয় ক'রে,
তা'র মৌলিক সঙ্গতি
ও পদার্থের সংযোগ—
সবগুলিকে
ক্রম-তাৎপর্য্যে
বিনিয়ে-বিনিয়ে দেখে

যা' তা'র প্রাগ্-অবস্থাকে—
অর্থাৎ যে-অবস্থা হ'তে
সে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে
তৎপর তাৎপর্য্যে
সুসন্দীপ্ত অনুনয়নে
যেমনতরভাবে যা' হয়েছে—
তা'কে
বিহিতভাবে অবলোকন ক'রে,
সূক্ষ্মতর সংস্থিতিকে
সমীচীনভাবে নির্ণয় ক'রে,
আরো-পর্য্যায়ে
তা'র উৎসকে অনুভব ক'রে ;
এমনি ক'রে দেখে
বিহিত পরখ ক'রে
সংহতির সংযোজনায়
তা' কোথায়
কেমনতরভাবে দাঁড়িয়ে
কিসে পর্য্যবসিত হয়েছে,
আবার, কিসে
পর্য্যবসিত হওয়া সম্ভব—
তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
প্রাজ্ঞ বোধনায়
সুরসন্দীপনার
বিন্দ-বিলোকনায়
সুসংস্থ তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে অবলোকন ক'রে
অনুধায়নী শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায়
তা'র উৎক্রমণী ক্রমগুলিকে
বিশেষভাবে বিলোকন ক'রে
তা'কে অবগত হও,
তা' আবার

কোণ্ যৌগিক পদার্থের পরিক্রমায়
বা মৌলিক সংবর্ত্তনায়—
তা'ও দেখে নিও,
তা'র সংস্থিতির পক্ষে
কীই বা শুভ,
আর কীই বা অশুভ—
সেগুলিও দেখে নাও ;
আবার, রাসায়নিক তাৎপর্য্যের
ভিতর-দিয়ে দেখ—
বিহিত নিবেশ নিয়ে—
কে কোথায়
কী অবস্থায়
কেমন ক'রে অবস্থিত,
আর, সে-অবস্থিতির
ক্রমই বা কেমনতর !
রূপই বা কেমনতর !
গুণই বা কী !
এমনি ক'রেই
কা'র সাথে
কেমনতর যোগাবেগ তা'র—
বিহিত সন্দীপনায়
সূক্ষ্মতর
নিয়মনী উদ্ভাবনা নিয়ে
তা'র স্থূল অবস্থিতির
সমীচীন সংহতি যেগুলি—
সম্বেদনী অবলোকনায়
তা'কে নির্ণয় ক'রে
ঐ স্থূলত্বের পরিক্রমাকে
নিবেশ-সন্দীপনায়
নির্ণয় কর ;
তা'র প্রতিটি স্তরের

প্রতিটি অবস্থার
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
যেখানে যেমনতর আছে—
সেগুলিকে
শিষ্ট বিনায়নে সংস্থ কর,
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণে
বিহিত রকমগুলি বুঝে নিয়ে
তা'র সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে
তৎপরতার সহিত নির্ণয় ক'রে
সংগঠনী সন্দীপনাকে
বুঝে-সুঝে ঠিক ক'রে নাও—
আদিম অবস্থা হ'তে
তা'র স্থূলতর মূর্ত্তনাকে
বিহিতভাবে নির্ণয় ক'রে ;
এমনি ক'রে জান,
জেনে—
যেখানে যেমনতর ক'রে
যে-অবস্থায়
যা' ব্যবহার করতে হয়—
তা' কর,
যা'তে তোমার কৃত
উপাদান-উপকরণ
ও স্থূল সংস্থিতির সুসংগঠন
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তা'ই কর,
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই—
বিনায়িত ঐশ্বর্য্যে
বিভবান্বিত হ'য়ে ;
নিজে সার্থক হও,
অন্যকেও সার্থক ক'রে তোল,—

যেন তোমার প্রাজ্ঞ দীপনা
তোমাতেই নিবন্ধ না থাকে। ৪৪।

জীবনের মরকোচগুলি
অভিনিবেশ-সহকারে দেখো,
তেমনি ক'রে
বৈধানিক সঙ্গতি
কেমন ক'রে
কী-ধারায় চলছে—
কোথায়
কেমন বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে—
সেগুলিকে অবলোকন কর,
আবার, তা'র
জীবনীয় স্পন্দনাগুলিকেও
বিহিতভাবে জেনে নাও,
আর, সার্থকতা-সহকারে
এইগুলিকে বিন্যাস কর—
কৃতি-সন্দীপনায়
বিহিত তাপ ও সম্বেগের
অধিস্থিতি নিয়ে ;
এমনি ক'রেই দেখ—
এই জীবনীয় তাৎপর্য্যকে
কোথায় কেমনভাবে
সঞ্চার করতে পার—
জীবনকোষের
আণবিক স্পন্দনকে
সঞ্চারণায় উদ্দীপ্ত ক'রে ;
এই সঞ্চারণায় সিদ্ধ হ'লেই
জীবন
তপ ও চর্য্যায়
ক্রমশঃ সম্বৃদ্ধই হ'য়ে উঠবে—

অভিনিবেশ-সহকারে
ভুল-ত্রুটিকে এড়িয়ে ;
দয়ী-পুরুষের দয়া
ঐ কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উদ্ঘাটিত হ'য়ে উঠতেও পারে—
অনেকখানি
অনেক রকমে ;
স্পন্দনমাপনী যন্ত্র—
যা'-দিয়ে
সব জায়গায়
যেখানে প্রয়োজন
ঐ আণবিক স্পন্দনকে
বোধ করতে পার—
কৌষিক-সঙ্কলন-সহ,—
তা'রও বিহিত মরকোচগুলি
ঠিক ক'রে নিও,
কিংবা ব্যবহার
বা অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
বিহিতভাবে
সেগুলিকে আয়ত্ত কর ;
ঐ পথে চ'লে দেখ—
জীবনস্পন্দনকে
কোথায় কেমনভাবে
বিনায়িত ক'রে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তা'কে উদ্ঘাটিত ক'রে তুলতে পার ;
পারবে না ?
দেখ দেখি— । ৪৫ ।

কারণ মানে তা'ই—
যা' অন্তঃস্যূত অনুক্রিয় তৎপরতায়

ক্বতি-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই ক্বতির উৎসই হ'চ্ছে—
কারণ ;
কারণ হ'তেই
করণের অভ্যুত্থান,—
যা'
অন্তঃস্থ অনুক্রিয় তৎপরতায়
সংঘাত-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
ক্বতি-উচ্ছলতায় উদ্দীপ্ত হয়,
আর, এই কারণ
প্রতিটি ক্রিয়ার অন্তরালে থেকে
বিভিন্ন রকম ও উদ্দীপনায়
উৎসৃষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
যদিও এই করণের উৎস—
কারণ,
আবার, এই করণ
কারণকে অবলম্বন ক'রেই
বিহিত রকমের ভিতর-দিয়ে
করণে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
প্রক্বতির সন্দীপ্ত সক্রিয়তা নিয়ে
আরোর উৎসর্জ্জনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;
করণ—
কারণেরই নব আবির্ভাব,—
কারণেরই
উচ্ছল অনুকম্পার
অনুবেদনী নবকলেবর,
কারণ হ'তে
যে করণস্রোত
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
কৃতি-উদ্যমে
নব-নব উন্মেষের

সৃষ্টি করতে-করতে,—
তা' হ'চ্ছে
করণ-দ্যোতনা—
যা' কারণেরই ফল—
কারণেরই বিহিত মূর্ত্তনা—
বিভিন্ন তাৎপর্য্যে ;
কারণে আছে
স্থির ও চরের
সার্থক সংগতিশীল ঊর্জ্জনা—
যা'র ভিতর-দিয়ে
অজচ্ছলভাবে সে সৃষ্টি করতে পারে—
অজচ্ছল বিভিন্ন,
আর, সেই বিভিন্ন ব'লে দেয়—
এটা এই,
ওটা ওই—
বোধায়নী অনুবেদনার
বিধায়নী ধৃতি নিয়ে,—
এক হ'তে অন্যের
তারতম্য ও বিশেষত্ব
কোথায় কেমন ক'রে হ'য়ে উঠেছে,
আর, ঐ বিশেষত্ব
বিবৃত করে—
কারণের শিষ্ট রঞ্জনা ;
তাই, করণের ভিতর-দিয়েই
কারণকে দেখতে চেষ্টা কর—
প্রতিটি সংগতিশীল তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
কোথায় কেমন কী-ক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
কী তাৎপর্য্যের
উদ্ভব হ'য়ে ওঠে—
বিহিতভাবে সেগুলি দেখ,
দেখে—

তা'কে সঙ্গতিশীল ক'রে
রকম-বেরকমগুলি জেনে—
যে-বোধ হয়—
তা'কেই জ্ঞান বলে,
জানা বলে,
বোধায়নী অনুনয়নে
সৌষ্ঠব-সমন্বয়ী শিষ্ট সঙ্গতিতে
যেমন ক'রে তা'র উদ্ভব হয়—
তা'ই ঐ উদ্ভব
বা উদ্গতির কারণ,
কিন্তু সেই উদ্ভবের ভিতর-দিয়েই আবার
কারণকে বুঝতে পারা যায়,
দেখতে পারা যায়,
তেমনি সৃষ্টি হ'তেই—
সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তু হ'তেই—
সৃষ্টির স্বতঃসন্দীপ্ত কারণকে
উপলব্ধি করা যেতে পারে ;
যদি বিহিতভাবে তা'
কর, দেখ, বোঝ,—
তখন বুঝতে পারবে—
তিনি 'সর্ব্বকারণকারণম্' ;
এই আমি যা' বুঝি। ৪৬ ।

রজো-বীজের অন্তর্নিহিত জনির
প্রবণতানুপাতিক
জাতকের কোন-কোন গুণ
প্রদীপ্ত বা অপসৃয়মাণ হ'য়ে থাকে। ৪৭ ।

সুকেন্দ্রিক রাগসন্দীপ্ত
শ্রেয়ার্থ-আপূরণী নিরন্তর সঙ্গতিসম্বন্ধ
তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে

জনির অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তনী-বিবৃত্তি
সংসাধিত হ'তে থাকে যেমন—
জৈবী-কোষে সুসংহিত বীর্য্য-দীপনায়,—
জাতকও
তেমনতর জীবনেই বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে—
অনুক্রমী পারম্পর্য্য-তৎপরতায়। ৪৮।

পুং বা স্ত্রী-বীজাণুর অন্তরে থাকে
ক্রমজন,
ক্রমজন মানে ক্রমান্বয়ী তাৎপর্য্যে
উদ্গতি বা বর্দ্ধনায়
অনুপ্রেরণ-সম্বেগ যা'র ভিতর নিহিত থাকে,
এই ক্রমজনের অন্তরে আবার থাকে
জনি,
এই জনির ভিতরই
অন্বিত বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
অন্বিত গুণের চিতী-সম্বেগ নিহিত থাকে,
এই জনি-ক্ষরণ হ'তেই
রজোবীজে মিলিত জৈবী-সংস্থিতি
শারীর জীবনে
তদনুপাতিকভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবার
প্রেরণা পেয়ে থাকে,
এমনি ক'রেই প্রত্যেকটি বিশেষ বীজ
ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিশেষ অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে ওখানেই। ৪৯।

তোমার সৌরত-সন্দীপ্ত অন্তরাস
যদি এমন কোন যোগ্যতা অর্জ্জন করে,
যা' সত্তাসংহিত হ'য়ে উঠে
স্বতঃ ও সহজ হ'য়ে দাঁড়ায় জীবন-চলনে—

বীজদেহকে প্রভাবান্বিত ক'রে,—
তা' সন্ততিতে
সংক্রামিত হ'য়ে থাকতে দেখা যায়
প্রায়শঃ,
বৈশিষ্ট্যানুগ কুল-সংস্কৃতির তাৎপর্য্য
ওখানে ;
কিন্তু কোনপ্রকার অঙ্গহানিই হোক
বা যা'ই হোক না কেন,
অন্তরাসী সত্তাসংহিত হ'য়ে
যা' বীজকে প্রভাবান্বিত করেনি,
তা' সন্তানসন্ততিতে
সংক্রামিত হ'তে দেখা যায় কমই ;
অন্তর্নিহিত ঐ বীজানুগ সংস্কৃতি
বা বীজানুগ সংস্কার
পরিবেশের তদনুগ অন্তঃসেচনে
স্ফুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,
আবার, ব্যতিক্রমী পরিবেশ
তা'কে তেমনি
ক্ষীণ ও শুষ্ক ক'রে তোলে ;
কিন্তু অন্তর্নিহিত বীজানুগ সংস্কার
যদি না থাকে—
তবে শুধু পারিবেশিক পোষণে
বিশিষ্ট যোগ্যতা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,—
যদিও তা'র ভিতর-দিয়ে
বিষয় বা ব্যাপারের সঙ্গে
বিশদ পরিচিতি ঘটতে পারে। ৫০।

শোন আবার বলি,
এই পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে
যা'ই থাক্ না কেন,
তুমি যা'তে যেমন অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে,

মনোনিবেশের সহিত অনুধ্যায়ী হ'য়ে উঠবে—
পরিবেশ হ'তে বেছে নিয়ে,—
ঐ বৈশিষ্ট্যানুপাতিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিচক্ষণ বহুদর্শিতার অধিকারীও
হবে তেমনি ;—
আর, এই বেছে-নেওয়ার ক্রম বা বিষয়ও
নিয়মিত হয়
বংশানুগ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিয়ে,
ঐ অমনতর বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
যে বোধিতাৎপর্য্য লাভ করবে—
তা'রই যৌগিক সার্থক সুসংগতিসম্পন্ন
যে-বোধি
তোমার সত্তায় বিকশিত হ'য়ে উঠবে,—
শুধু তা'ই মাত্র
তোমার সত্তায় সংগত হ'য়ে ওঠা সম্ভব ;
তা' ছাড়া,
পরিবেশ তোমার যেমনই হোক,
যা'ই হোক,
তা' শুধু তোমাকে
তোমার অন্তরাস-অনুযায়ী আহরণে
সাহায্য করতে পারে মাত্র—
ঐ অন্তরাসকে প্রেরণায় উসকে দিয়ে—
তা' বিকৃতভাবেই হোক
বা সুকৃতভাবেই হোক ;
যা' হোক,
সত্তাসংগত হ'য়ে ওঠেনি যা'
তেমনতর কিছু
তোমার বংশানুক্রমিকতার ভিতর
সংস্থিতি লাভ করবে—
তা' কিন্তু একেবারেই নয়কো,
ফল কথা,

সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
অন্বিত ক'রে
বোধিভাণ্ডারে
সুতৎপরতায় সংগ্রহ ক'রে চলেছ যা'—
ঐ কেন্দ্রার্থকে সার্থক ক'রে তুলে
সুসংগত বোধিদীপনায়,
তোমার কুলসংস্কৃতির ভিতর সেইগুলি
বোধিদীপ্ত আচারে, ব্যবহারে,
বাক্যে, চলন-চরিত্রে
ফুটন্ত হ'য়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলতে থাকবে
নানা রকমে
তপশ্চারী পারম্পর্য্যানুপাতিক ;
এমন-কি,
আয়ু, বল, গঠন, মেধা পর্য্যন্ত
এইভাবে সংক্রামিত হয়,
আর, তোমাদের বিবর্ত্তনও হয়
অমনি ক'রেই,
কৃষ্টির ঐ-জাতীয় অনুপ্রেরণা-উদ্বুদ্ধ
যৌগিক বোধিমর্ম্মের
ক্রমান্বয়ী উদ্গতি থেকেই
বংশে এক-এক জন প্রবর
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপুরুষ ও শ্রেষ্ঠনারী
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকেন ;
তবে, যদি কোন-কিছুতে
অন্তরাসী না হও,
মনোযোগী না হও,
তা' না বোঝ, না কর,
সেই পথে না চল,
এক-কথায়
সর্ব্বতোভাবে অভ্যস্ত না হ'য়ে ওঠ,

তা' তোমাতে অনুস্যূত থেকে
বংশের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
সম্পদ্ হ'য়ে থাকবে—
তা' কিন্তু নয়ই মোটে,
যেমন চাও, বুঝে চল। ৫১।

অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত রাগানুরতি
যেমন ক'রে স্ত্রী-পুরুষকে আকৃষ্ট করে—
নারী-পুরুষের ঐ অমনতর
উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণী অনুরণনই হ'চ্ছে—
আসঙ্গলিপ্সু সম্ভোগদীপনার হোতা,
আবার, এই অনুরণনী আবেগের
অন্তঃস্যূত প্রীতি-প্রদীপক
শ্রদ্ধানন্দিত ভাবভঙ্গীর অনুপ্রেরণায়
অন্তঃকরণ যেমনতর উদ্দীপনা নিয়ে
ঐ আসঙ্গ-মদ-মত্ত হ'য়ে ওঠে—
পরস্পর পরস্পরের প্রতি,
এবং তা'র ফলে
যেমনতর ভাব উদ্দীপিত হ'য়ে
উৎক্ষেপগুলিকে তিরোহিত করে—
সুকেন্দ্রিক অনুবেদনায়,—
তখনই তা'ই হয় তা'দের
ভাবদীপনার অন্তর্নিহিত আত্মিক সম্বেগ,
তা'র ফলেই, লাস্য-অনুরঞ্জনায়
সম্ভোগ-মাধুর্য্যে
তা'রা উপগত হ'য়ে ওঠে—
পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ করতে ;
এই উপভোগের ভিতর-দিয়ে
যৌন-তৃপণা উপস্থিত হয়,
ঐ যৌন-তৃপণার উচ্ছল সুকেন্দ্রিক আবেগ
পূর্ব্বরাগ-অন্বিত হ'য়ে

বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে—
স্পন্দন-বিভাদৃপ্ত হ'য়ে,
তা'র ফলেই
পুরুষ ও নারীর
অন্তর্নিহিত ডিম্ব ও শুক্রকোষ
দ্যুতিভর্ত হ'য়ে ওঠে,
এই ভৃতি
ঐ কোষগুলিকে উপযুক্ত ক'রে দেয়—
অঙ্কুরণী তাৎপর্য্যে,
ফলে, শুক্রাণু
ডিম্বকোষের অন্তর ভেদ ক'রে
তা'রই অন্তঃস্থ হ'য়ে ওঠে,—
এই সম্মিলিত কোষই অঙ্কী-ডিম্ব,
এই অঙ্কী-ডিম্বই হ'চ্ছে
জীবনের প্রাক্-সঙ্গতি,
জীবনের মূলাধার,
জৈবী-স্ফুরণার আদিম স্ফোটন-কেন্দ্র,
যেখানে কুলস্রোত কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ অভিদীপনায় অবস্থান করে ;
ঐ শুক্রাণুর অন্তর্নিহিত জনি
জীবদেহে জীবন-সম্বেগে
বিহিত গুণপনায়
বিন্যাসিত হ'য়ে
ঐ ডিম্বকোষের অন্তর্নিহিত জনিযুক্ত হ'য়ে
রজঃপ্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে
উপযুক্ত পরিক্রমায়
ভেদ-ব্যবস্থ হ'য়ে
জীবন-সন্দীপনায়
শরীরকে গঠন ক'রে চলতে থাকে—
সার্দ্ধ ত্রিবলয়ীভূত পরিবেষ্টনার ভিতর থেকে ;
ঐ রজঃপ্রকৃতির ঔপাদানিক সংশ্রয়

যত ক্লিন্ন ও খিন্ন
বা শুক্রাণুর পক্ষে অসঙ্গত অনুপ্রাস-সম্পন্ন,—
ভ্রূণ-জীবনও তত খিন্ন, অসংশ্লিষ্ট
ও অব্যবস্থ হ'য়ে ওঠে ;
ঐ অঙ্কী-ডিম্ব সুসংরক্ষিত হ'লে
উত্তরকালে জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
জীবদেহে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ;
পরিশুদ্ধ সুকেন্দ্রিক
কামানুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু জীবন এমনি ক'রেই
স্ফুরিত হ'য়ে থাকে,
আর, এই কামানুধ্যায়িতা
যেমনতর বিক্ষুব্ধ,
ব্যভিচার-সন্ধুক্ষিত,
অশ্রেয়-পরবশ,—
জাতক-জীবনও তেমনি বিকৃত, বিলোল
ও অবিন্যস্ত ;
ঈশ্বরই সিসৃক্ষু—
যজ্ঞকামধুক্,
কল্লোলস্রোতা তিনিই,
তিনিই আকর্ষণী আবেগ-অনুপ্রেরণা। ৫২।

জৈবী-সংস্থিতি হ'ল
গুণকর্ম্মের সংশ্রয়ী আধার,
এটা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের তারতম্য-অনুযায়ী
শীর্ণও হ'তে পারে,
সবলও হ'তে পারে,
ফলকথা, ঐটেই হ'চ্ছে
জাতক-মূর্ত্তনার প্রথম সংস্থিতি,
আর, সে জন্মগ্রহণ ক'রে
অমনতর গুণকর্ম্মের অধিকারী হয়,

তা'র কৃতিগুলি অমনতরই
সম্বেগশালী হয়,
এবং ঐ জৈবী-সংস্থিতি-অনুযায়ীই
সব ব্যাপারের মধ্য-দিয়ে
সে তা'র বোধিকে
বিনায়িত করতে থাকে—
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে ;
জৈবী-সংস্থিতি যা'দের ব্যত্যয়ী,—
মূলতঃ ব্যত্যয়ী-সম্বেগী ব'লেই
সাধারণতঃ তা'রা
ব্যত্যয়ী-কর্ম্মাই হ'য়ে পড়ে—
শিক্ষার দাম্ভিক গৌরব
তা'দের যেমন থাক্ বা না-থাক্,
তাই, তা'দিগকে অসুর-আখ্যায়
আখ্যায়িত করা হ'য়ে থাকে ;
আর, সমীচীন সঙ্গতি যেখানে হয়,—
সে জৈবী-সংস্থিতি
উপযুক্ত সম্বেগ নিয়ে
অধিগমনের দিকেও
তেমনি এগিয়ে যায়—
ঐ অমনতরই অর্থান্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জৈবী-সংস্থিতি যা'
তা' সহজ সম্বেগে স্বতঃই
সুসন্ধিৎসু অমৃত-অর্জ্জনী তৎপরতা নিয়ে
চলতে থাকে ;
এক-কথায়,
পিতৃপুরুষের সত্তাসঙ্গত
গুণ-কর্ম্ম
তা'দের জনিকে বিনায়িত ক'রে
জাতকের জৈবী-সংস্থিতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে,

এবং ঐ জৈবী-সংস্থিতিই আবার
তা'র প্রকৃতিগত গুণকর্ম্মকে
প্রভাবিত ক'রে থাকে,
তাই, ব্যাধি, বিকৃতি, বিদ্যা
যা'ই বল না কেন,—
তা'র জীবন-উৎস হ'ল
ঐ জৈবী-সংস্থিতি। ৫৩।

চিদ্-অণুর অন্তঃস্যূত
আকুঞ্চন-প্রসারণী
স্পন্দন-সম্ভূত যোগাবেগ
ও আকর্ষণ-বিকর্ষণী তাৎপর্য্য নিয়ে
ধ্বনন-দীপনী জ্যোতিমূর্চ্ছনায়
সমবিপরীতের স্বাদন-সম্বেগী
সলীল-সন্দীপনী, লাস্য-নন্দনাময়,
রসান্বিত মিলন-সংশ্রয়ে
যে সংহিত সংস্থিতি
উদ্গতি লাভ করল—
নানা বৈশিষ্ট্যের বিবিধ ছন্দে,
তা'রই প্রত্যেকটি
বিভিন্ন গুচ্ছে বিন্যস্ত হ'য়ে
সমবিপরীত সাত্ত্বিক সঙ্গতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্রাণন-আকূতির ক্ষুধার্ত্ত আবেগে
বিনায়িত বোধি-প্রেরণা নিয়ে
সংরক্ষণ, সম্পোষণ ও প্রবর্দ্ধনী আবেগে
যে প্রচেষ্টায় সার্থক সংস্কৃত হ'য়ে
সত্তায় সন্দীপ্ত হ'য়ে চলল,
সেইগুলি ঐ সত্তারই পরমাণুর
বিভিন্ন সমাবেশের ভিতরে অনুস্যূত থেকে
জনিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নিজেরই ক্রমাবর্ত্তনে

ক্রমবিকাশের বীজে উৎসৃষ্ট হ'য়ে,
আপনার সত্তার অনুক্রমণী ক'রে
সমবিপরীত সত্তায় উপ্ত-আবেগ নিয়ে
নিজেকে অংকুরিত করবার এষণায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
নিজেকে ক্রমবিকাশে, বিবর্ত্তনের দিকে
উধাও উচ্ছল হ'য়ে চালাতে লাগল—
সন্তান-সন্ততিতে
নিজেকে উদ্ভিন্ন করতে-করতে ;
এই জনি-সত্তা প্রাথমিক জীবন থেকে
যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে
আত্মসংরক্ষণী আহরণ-অন্তরাসী হ'য়ে
ক্রম-সংস্কৃত চলনে
বিবর্ত্তনের দিকে চলতে লাগল—
পরম সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলত্বে
আত্মবিকাশ করতে-করতে,—
সেইগুলি তা'র জীবন-প্রেরণা হ'য়ে
ক্রমসংহতি-তাৎপর্য্যে
তা'র ভিতরেও অনুস্যূত রইল—
সংস্কারের সুশৃঙ্খল অনুক্রমণা নিয়ে,
সাপেক্ষকে
অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে স্বতঃ ক'রে,—
যে-পরিস্থিতির যেমন আকাশ, যেমন বাতাস,
তেজ, জল ও ভূমি
সেই পরিপ্রেক্ষায়
নিজেকে তেমনি বিন্যাস ক'রে,—
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা,
নাসিকা, ত্বক্, উপস্থ, ব্যক্ত, অব্যক্ত
ও তদনুপাতিক রকমারি জীবন-প্রতিবিম্বকে
নিজেরই ভিতরকার ঐ জনিতে
সম্বদ্ধ ও সম্বুদ্ধ রেখে ;

এমনি ক'রেই
প্রাক্-নীহারিকারও পূর্ব্ব হ'তে
আজ পর্য্যন্ত
যত স্থূল অভিব্যক্তি হয়েছে,
সে-সব-কিছুই
অমনতরই ক্রমবর্দ্ধনার প্রগতি নিয়ে
বা অপবর্ত্তনার বিচ্ছিন্ন বিলয়ে
এমনতরই ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়ে
নানা রকমে নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে চলেছে—
চলন্ত পরিক্রমায়
রকমারি সংস্কার
আহরণ করতে-করতে ;
সুকেন্দ্রিক তাপস চলনে
ঐ সংস্কারগুলিকে
বোধে বিকশিত ক'রে
যতই সাক্ষাৎ-দীপনায় আনা যায়,—
পূর্ব্ব-জাতিজ্ঞানও তেমনতরই
স্মৃতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
বোধি-প্রবর্ত্তনায়,
কারণ, যে যেমন ক'রে
যে-পথে
যে-ভাবে
আঘাত, ব্যাঘাত, সংঘাত
ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিবর্ত্তিত ক'রে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে,—
তা'র সন্তানুস্যূত অন্তর্নিহিত জনির বুকেই
সেগুলি সযত্নে স্বতঃ-দীপনায়
নিহিত হ'য়ে আছে,
আবার, এই জনি-অনুস্যূত এক-একটি স্তর
যা'র ভিতর-দিয়ে সে অর্থাৎ ঐ সত্তা

বিচরণ ক'রে
বিবর্ত্তনী অনুকম্পায়
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলেছে,—
সেইগুলি ঐ সত্তার পক্ষেও
এক-একটি স্তর বা লোক বা মণ্ডল,
আর, যেমন
ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—
সপ্তলোক,
প্রত্যেকটা বিকাশের অন্তঃস্থলেও
অমনতর বিভিন্ন লোক
স্তরে-স্তরে সুসজ্জিত আছে—
স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত,
সাংস্কারিক তাৎপর্য্য নিয়ে ;
আবার, প্রত্যেকটি গতি,
প্রত্যেকটি চলনেই আছে—
আকুঞ্চন, প্রসারণ, বিরমণ ;
যে-আধিপত্যের অঙ্ক-অনুস্যূত
আকুঞ্চন-প্রসারণী স্পন্দনার ভিতর-দিয়ে
এই উদ্গতি উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে,—
তা'রই অন্তর্নিহিত সেই সম্বেগকে বা শক্তিকে
ঐশী-শক্তি বলা যেতে পারে,—
ঈশ্বর করুণাময় । ৫৪ ।

'ছিল-না'র সঙ্গর্ভ-শায়িত হ'য়ে
অস্তিত্ব যখন
আপনহারা হয়ে ছিল,
'আছে'র সংঘাতে
ব্যক্ত হ'য়ে উঠতে না পেরে
'ছিল-না'য় নিমজ্জিত হয়েছিল
যখন সে,—
স্থাস্নুর স্থির অবিরল

আত্মনিমজ্জনী উদ্দাম উদ্গতির
অববেলায়িত উত্তাল জাগ্রতি
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠেনি তখনও ;
ঐ 'ছিল-না'র আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
'অস্তি'র বোধ-দীপনার এই আবেগ
আত্মপ্রকাশের উন্মাদনায়
আনতিনর্ত্তনে
উদাত্ত হ'য়ে উঠল চরিষ্ণুতে ;
চর তখন থেকেই
স্থিরকে নাড়া দিয়ে
আবর্ত্তনী লাল-লিপ্সার ভজন-ভৃতির
দোলন-লীলায়
আকুঞ্চন-প্রসারণী উদাত্ত লাস্যে
নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন ক'রে
উদ্‌যায়ী চলনে চলতে লাগল—
স্বতঃ-উৎসারণায় ;
স্পন্দন
আকুঞ্চন-প্রসারণী বীচিবচনে
সংঘাত-সুখ-লালিমার লাবণ্যে
আত্মপ্রকাশ ক'রে
এক অন্যের কাছে
অস্তিত্বে অলল দীপালী-স্রোতা হ'য়ে
গমন-গতিতে নিজেকে বিস্তার করতে
আরম্ভ করল,
এই বিস্তারণার আত্মসংঘাতের
মাধ্যমে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল বাক্ ;
এই বাক্
স্ফুরণার শীলন-লাস্যে
ঐ স্পন্দনের ভিতর-দিয়েই
নিজেকে জমাট ক'রে তুলতে লাগল,

স্পন্দন-বিদ্দীপ্ত ঐ জমাট বাক্
সংকলিত স্পন্দন-সংঘাতে
যতই শব্দায়িত হ'য়ে উঠতে লাগল—
একে অন্যের কাছে,—
বীচি-সংহতির তরঙ্গায়িত আবর্ত্তনে
উল্লোল সৃজন-লসিত ভঙ্গিমায়
আলিঙ্গন-প্রসারণের
অনুবেদনী দৃপ্ত-দীপনায়
সংহতির ক্রম-তৎপরতায়
ছন্দের ছান্দিক নর্ত্তন
ব্যক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ততই—
বিকাশ-অবশায়িনী সৃজন-কল্লোলে ;
এমনি ক'রেই ফুটে উঠল চিদণু,
এই চিদণুর প্রদীপনী
আকুঞ্চন, বিরমণ ও প্রসারণের
ক্রমপর্য্যায়ের ভিতর-দিয়ে
আকর্ষণ-বিকর্ষণের তর্জ্জন-দীপনায়
যোগ-বিয়োগের উৎসৃজনী অবদানে
ক্রম-পর্য্যায়ে
স্তরে-স্তরে
এক অন্যের কাছে
বিকশিত হ'য়ে উঠতে লাগল ;
এই বিকাশ ঘনায়িত হ'তে-হ'তেই
তর্পিত চলনে
অণুতে পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠল,
আবার, এই অণু-সংকলন
সংহতি-সংক্রমে
স্থূল হ'তে স্থূলতরে পর্য্যবসিত হ'য়ে
সৃজন-কল্লোলের ছন্দায়িত লাস্য-নন্দনে
বাস্তবতায় ব্যক্ত হ'য়ে
স্ফুটতর হ'তে লাগল,

এই স্ফুরণের অন্তর্নিহিত স্পন্দনই হ'চ্ছে
তার জীবনতন্ত্র,
ওর ভিতরেই জাগ্রত থাকে
প্রাণন-দীপনা,
আর, যা' জমাট হ'য়ে
অভিব্যক্তি লাভ ক'রে থাকে,
তা'ই তা'র আধার—
এক-কথায়, অভিব্যক্তির যান্ত্রিক বিধান ;
তাই, ঐ বাক্‌ই হ'চ্ছে
আদি প্রণব—
সৃষ্টির স্ফুরণ-সম্ভার,
আর, ঐ বাক্‌-অনুজ্ঞাই
আলোর স্রষ্টা। ৫৫।

অসীমের গতিসঙ্কলন-তাৎপর্য্যে
শব্দ-সন্দীপনী বাক্‌-এর
আবির্ভাব হ'য়ে উঠল—
সংঘাতসন্দীপনী তৎপরতায়,
সেই গতিই
অসীম হ'তে নিষ্কাশিত হ'য়ে
বাক্‌-এ পর্য্যবসিত হ'ল,
আর, সেই বাক্‌ই
শব্দ বা ধ্বনি বা নাদ,
তাই-ই সৃজনকেন্দ্রের
সম্বেগসন্দীপনী কেন্দ্র,
তা' হ'তে ক্রমশঃই
উদ্দীপ্ত সঙ্গতিশীল
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
রকম-বেরকমে
সংসৃজনী তৎপরতার
উদ্ভব হ'য়ে উঠল—

স্পন্দনদীপনী পরিভৃতির ভিতর-দিয়ে,
সেই আদি বাক্‌ই
অসীম-উৎসারিত সৃজনকেন্দ্র ;
ক্রমশঃ ঐ সংঘাতে
সঙ্গতিশীল উচ্ছল উদ্দীপনা
নানারকমে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
ক্রম পদক্ষেপে
প্রাগ্‌বস্তু-উপাদানে
বিনায়িত হ'তে লাগল ;
আবার, ঐ উপাদান-সংঘাত
যা' উচ্ছল উদ্দীপনা নিয়ে চলছিল—
তা' নানারকম ভাঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
ঔপাদানিক তাৎপর্য্যে
বিশিলষ্ট হ'য়ে
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাহৃতি-অনুক্রমে
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূল
নানারকমে
বিস্ফুরিত হ'য়ে উঠল,
এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ-অনুক্রমে
উদ্ভব হ'ল প্রাগ্‌বস্তুর ;
সেই প্রাগ্‌বস্তুরই
সঙ্গতিশীল তৎপরতা
অবস্থা-অনুক্রমে
নানা বিভূতিতে বিশিলষ্ট হ'য়ে
দুনিয়াতে
ক্রমানুযায়ী
ঔপাদানিক সঙ্গতিক্রমে
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
অধিক্রমণ-তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল সম্বেগে
বিন্যাসপ্রাপ্ত হ'য়ে

সূক্ষ্ম হ'তে স্থূল পর্য্যন্ত
বহুল প্রকার সৃজনতাৎপর্য্যে
রকমারি সার্থকতায়
সুসিদ্ধ হ'য়ে উঠল,
রূপও নিল অশেষ প্রকার ;
কিন্তু এ সবগুলিরই অন্তস্তলে আছে
ঐ শব্দ,
ঐ গতি,
ঐ গতি বিকারপ্রাপ্ত হ'লে
প্রত্যেকেরই প্রাণনস্পন্দন
স্তিমিত হ'য়ে ওঠে,
এবং তা'র অবসান হ'য়ে
অন্যরূপে
আবির্ভূত হ'য়ে উঠে থাকে,
এই হ'ল সৃষ্টির
সংক্ষেপ-অনুবেদনা ;
জীবনকে—
সত্তাকে
ঐ সংহতিতে শিষ্ট রেখে
যেমনতরভাবে
বিনায়িত করতে পারা যায়—
সেই বিধায়নাই হয়
স্থিতির বিধায়না,
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
বেঁচে থেকে
বেড়ে চলার
জীবনস্রোত—
প্রাণনস্পন্দন ;
ছোট্ট কথায়
আমি যা' বুঝি
তা'র রকম এই-ই । ৫৬ ।

বিশালের বিপুল ঊর্জ্জনায়
বীচি-উদ্বেলনে
আবর্ত্তন-উদ্ভাবনায়
রেতঃনিক্কণ-তাৎপর্য্যে
বৃত্তাভাসের
স্বতঃসন্দীপনী চুম্বক-বিভায়
আবর্ত্তনী উচ্ছলায়
স্থির ও চরের
স্বতঃমূর্চ্ছনী তাৎপর্য্যে
বিচ্ছুরণার ভিতর-দিয়ে
পরাৎপর অণুকণার
উদ্ভব হ'তে লাগল ;
এ-সব যা'-কিছুর উদ্ভাবনা—
ঐ স্থির ও চরের
আকুঞ্চন-প্রসারণী
সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
সংঘাতের সাত্বত সম্বেগে
আকর্ষণ-বিকর্ষণী
উচ্ছল উৎসজ্জনার আকৃতি—
যা'
সম্বেদনী অনুকম্পায়
পারস্পরিক সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
ভুর্বিলোল তাৎপর্য্যে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে উঠল ;
এই ভবৎসা'র তাৎপর্য্য
একটা বৃত্তাভাসে
বিশ্লিষ্ট অনুকম্পনে
ফুটে উঠল--
দ্যোতন-হিল্লোলিত,
ডিম্বাকৃতি,
উৎসারণশীল,

শক্তিচ্ছুরণী
উদ্দীপনী
ক্বণন-কম্পনে,—
যা'র এক-প্রান্তে স্থাস্নু,
এক-প্রান্তে চরিষ্ণু,
আর, মধ্যে তা'র ছিল—
স্থাস্নু-চরিষ্ণুর
সম্মিলিত
বিচ্ছুরিত
স্থৈর্য্যীভূত
চরৎশীল
উচ্ছল উদ্দীপনা ;
চুম্বক-শক্তিসংলেখাগুলি
প্রগল্‌ভ প্রবর্ত্তনায়
বিক্ষুব্ধ ব্যালোল স্পন্দনে
চর ও স্থিরের
হিল্লোল-উর্জ্জনায়
যখনই
সংক্ষুব্ধ উদ্দীপনায়
বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে লাগল,
তখনই সেগুলি
যেখানে যেমন সঙ্গতিশীল
হওয়া উচিত
তেমনি ক'রেই
অজচ্ছল ছায়াপথের
সৃষ্টি করতে লাগল—
উত্তাল সামুদ্রিক উদ্দীপনায়,
আবর্ত্তন-তৎপরতায় ;
তা' হ'তে আবার
ঐ আবর্ত্তন-উৎসৃজী
বহু গ্রহপিণ্ডের

সৃষ্টি করতে-করতে
বিন্যাস-বিনায়িত তৎপরতায়
স্বতঃ সহজ দীপনায়
সৃষ্টি করল—
নক্ষত্রতারাখচিত
বিরাট্ গ্রহপুঞ্জের
সংগ্রথিত সন্নিবেশ ;
এমনি ক'রেই সৃষ্টি হ'ল
ব্যোমবিজৃম্ভী
নক্ষত্রের
ক্ষত্রদীপনী আবর্ত্তন—
বিশাল বিলোলিত
সৃজন-উৎসারণায় ;
ঐ মহাজাগতিক রশ্মিকণার
দ্যোতনদীপনী উৎসৃজনা
জ্যোত-নিক্কণী
পরাৎপরমাণু-বর্ষণার
বিহিত নিক্কণে
ভরদুনিয়ায়
ছড়িয়ে পড়তে লাগল—
অস্তিত্বকে উচ্ছল ক'রে
জীবন-অঙ্গনকে
সুসন্দীপ্ত রাখতে ;
সংঘাত-সিঞ্চিত
সেই অণুকণা
সংক্ষোভ-সন্দীপ্ত
চেতন-তৎপরতায়
যেমনতর সাত্বত সন্দীপনায়
চেতন-সংক্ষুব্ধ
দীপন-রাগসহ
ক্রম-তাৎপর্য্যে বিনায়িত হ'য়ে

বোধবিজৃম্ভী তাৎপর্য্যে
যতই উৎসারিত হ'তে লাগল,—
চেতন চৈত্ত বিভাস
তেমনতরই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল—
সব সম্বেদনার ভিতর-দিয়ে
তা'র অস্তিত্বকে
ক্রমনির্দ্ধারিত করতে-করতে—
অস্তিত্বের ঋত বিভাসে
আভাস-সন্দীপ্ত
উচ্ছল অনুচলনে ;
আর, ঐ ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাস হ'তে
শক্তি-সংরেখার
নিক্কণী কণাগুলি
উচ্ছল উদ্বেলনে
ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়ে
পরমাণু-অণুতরঙ্গের
সৃষ্টি করতে-করতে
ঔপাদানিক অনুনয়নে
সঙ্গত হ'য়ে
ক্রমে-ক্রমে
প্রাগ্-বস্তুর আভাসে
উজ্জীবিত হ'য়ে উঠল ;
আবার, তা'রই
সংহতি সন্দীপনায়
স্থূলতর হ'তে-হ'তে
ব্যোমবিজৃম্ভী তাৎপর্য্যে
মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতিতে
পর্য্যবসিত হ'য়ে
উপাদানের
বিভিন্ন সন্দোলিত

প্রাণন-সন্দীপনায়
আবর্ত্তনী উদ্ভাসনে
উদ্ভাবিত হ'তে লাগল ;
স্থাবর-জঙ্গম
ইত্যাদি যা'-কিছু
সেগুলি
শাশ্বত সন্দীপনায়
প্রাণনস্রোতা হ'য়ে
ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়ে
রকমারি তাৎপর্য্যে
বিশ্বটাকে
যেখানে যেমন খাটে
তেমনি ক'রেই
স্বতঃ-সজ্জনায়
বিনায়িত ক'রে তুলল,—
গতি, বস্তু ও কৃতির
উচ্ছল স্রোতের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে
সময় ও সীমাতে
সংসিদ্ধ হ'য়ে উঠল,—
ধৃতিদীপনী তাৎপর্য্যও
যথাযথ রকমে
স্থিতিশীল ক'রে
কৃতিস্রোতা সন্দীপনায়
রেতঃনিক্কণী
আত্মিক গতির ভিতর-দিয়ে
ধারণপালন-সম্বেগের
সংহতি নিয়ে
নানা প্রান্তে
নানা রকমে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠতে লাগল ;

বিশ্ব
সুসজ্জিত হ'য়ে উঠল—
হর্ষ-বেদনার
ব্যাহৃতি-বোধনায় ;
আর, স্থিতি ধৃতিকে ধ'রে
জীবনীয় উৎসর্জ্জনায়
কৃতিবিভোর তৎপরতায়
জীয়ন্ত তাৎপর্য্যে
উচ্ছল বর্দ্ধনায়
চলতে লাগল—
থাকতে, বাঁচতে, বাড়তে,
বিক্ষোভকে এড়িয়ে
ব্যাহত ক'রে
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে অভিষিক্ত করতে। ৫৭।

বিশালের অন্তঃস্থ
আকর্ষণ-বিকর্ষণী
স্থির ও চরের
সঞ্চারণ-অপসারণী
উচ্ছলতার ভিতর-দিয়ে
যখন বিপুল উত্তালন
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগল—
তা'র তরঙ্গায়িত ঊর্জ্জনায়
বহু বীচি সৃষ্টি ক'রে
আকর্ষণ-বিকর্ষণের
বিধায়িত সন্দীপ্ত অনুরঞ্জনায়
একটা বিবর্ত্তন-বৃত্তাভাসের
বিন্যস্ত সুঠাম
ব্যাবর্ত্তন-বৃত্তাভাসের ভিতর-দিয়ে,—
তখনই

তা'র ভিতর-দিয়ে
দু'টি প্রান্তের
সংক্ষুব্ধ উদ্দীপনায়
অদৃশ্য বেগের সৃষ্টি ক'রে
চলতে লাগল,
আর, তা'র মধ্যদেশে রইল—
স্থৈর্য্যীভূত চরৎশীল উচ্ছল উদ্দীপনা,—
যা' স্থির ও চরের
সামঞ্জস্য সিদ্ধ ক'রে
স্বস্থ ক'রে রেখেছে,
আর, সেই
বেগ-সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
সৃষ্টি হ'ল—
শক্তিসঞ্জিত পরাৎপর অণু,
আবার, ঐ সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
আবির্ভূত হ'ল—
পরমাণু,
তা' হ'তে হ'ল—
অণু,
আবার, সেই সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
অণু সংহত হ'য়ে উঠল—
সঙ্গে নিয়ে
ঐ চরদীপনী
অনুকম্পনার
উদ্বেলন,—
যা'
আকর্ষণ-বিকর্ষণের তাৎপর্য্যে
ক্রমশঃ সংহত হ'য়ে
বস্তু-উপাদানের সৃষ্টি ক'রে
সংহতির
দীপ-সন্দীপনায়

দ্যুতি-নিক্বণে—
ঐ সম্বেগ
ঐ বস্তুর মাধ্যমে
প্রাণন-দ্যোতনায়
বিধৃত হ'য়ে
ক্রমে-ক্রমেই
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলতর
শারীর-সন্দীপ্ত
জীবন-উর্জ্জনায়
চলতে লাগল—
বস্তুর
ফেনিল
সঙ্কর্ষণী উদ্দাম উদ্যোগের
অবিশ্রান্ত
চলোচ্ছল গতি নিয়ে ;
তা' হ'তে সৃষ্টি হ'ল—
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা
যা'-কিছু,
তা' হ'তে সৃষ্টি হ'ল
এই পৃথিবীর বস্তুনিচয়,
দীপন-উদ্যমে
ক্রম-তাৎপর্য্যে
অবশেষে হ'য়ে উঠল—
মানুষ ;
মানুষ কিন্তু
ঐ ব্যাপনারই
জীবনীয় শারীর প্রকৃতি ;
এই ব্যাপনী উর্জ্জনা
মানুষ যখন ছেড়ে দেয়,
সঙ্কুচিত হয়,
স্বার্থান্বেষী হ'য়ে ওঠে—

তখনই সে হয়
সঙ্গতিহারা,
সন্দীপনী-লাস্যের
সুরসন্দীপনী
ললিতসুন্দর অরুণবিভা
তখন থেকেই
সংক্ষুব্ধ
ও সংকীর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকে—
বিন্যাস-বিধায়িত
শারীর সঙ্গতিশীল
ব্যক্তিত্বে,—
যা' প্রাণন-বিভায়
অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে
চ'লে আসছে,
—এইতো বিধি ;
বিধি মানে তা'ই—
বিহিতভাবে
যা' ধারণ করে,
যে আচার-নিয়মের ভিতর-দিয়ে
সৌষ্ঠব-অনুচলনে
ব্যষ্টির
শারীর-সঙ্গত ব্যক্তিত্বকে
ধারণ ক'রে ;
ঐ ধারণীয় তাৎপর্য্যে
চলাই হ'চ্ছে
আচার বা আচরণ
বা ধর্ম্মাচরণ,
এই জীবনীয় পরিচর্য্যাকে
ধর্ম্মাচরণকে
যদি তুমি ফেলে দাও,
অবজ্ঞা কর—

অবজ্ঞাত হবে তুমি,
অস্তিত্বের বিলয়
অমনি ক'রেই চ'লে আসবে—
ক্রম-সঙ্কোচনার ভিতর-দিয়ে ;
তাই বলি,—
এখনও ওঠ,
এখনও জাগো,
এখনও কর,
সেই করা—
সব করার ভিতর-দিয়ে
যা'তে তোমার
সাত্বত বিধানগুলিকে
প্রাণন-স্পন্দনকে
উজ্জীবিত রেখে দেয়,—
তেমনিভাবে
ঐ জীবন-ঊর্জ্জনা
সবার ভিতরেই
সজাগ ক'রে তোল ;
সবাই যদি
সজাগ না হয়—
তুমি সজাগ হ'য়ে
থাকতে পারবে না,
তোমার জাগরণ
সুপ্ত হ'য়ে চলবে—
নিদ্রায়,
পরিবেশ তোমাকে
যেমনতর
শক্তি-সংঘাত দিয়ে
জাগ্রত ক'রে রেখেছে—
সে তো ভেঙ্গে যাবে,
নষ্ট পাবে তুমি—

যদি নষ্ট কর
তোমার এই পরিবেশকে,—
যা' তোমাকে
নানা সংঘাত-সঞ্চারণার ভিতর-দিয়ে
সজাগ ক'রে রেখেছে,
জীয়ন্ত ক'রে রেখেছে,
জীবন্ত ক'রে রেখেছে ;
ভুলে যেও না,
ওঠ,
জাগো,
বরেণ্যকে ধর,
নিষ্ঠানুদীপ্ত অনুপ্রাণনায়
আনুগত্য-কৃতিদীপ্ত
সন্দীপনা নিয়ে
জীবনকে পরিচর্য্যা কর,
আর, পরিবেশকে
জীবনীয় ক'রে তোল ;
জীবন-বৃদ্ধির পথ তো এই-ই। ৫৮।

স্থির ও চরের
আকর্ষণ-বিকর্ষণ
ও বিরমণী উৎসর্জ্জনা
উচ্ছ্বাস-উদ্বেলনে
সন্দীপ্ত হ'য়ে চলতে লাগল,
রমণ ও বিরমণের
উৎসর্জ্জনী আবেগ নিয়ে
ক্রম-উদ্ভাবনায়
উদ্ভাবিত হ'তে লাগল—
স্পন্দনের দোল-নিক্বণ ;
চুম্বক-চুম্বনের ভিতর-দিয়ে
আকর্ষণী তাৎপর্য্য

যখন
বিকর্ষণকে ব্যাহত ক'রে
উদ্ভাবিত হ'তে লাগল
উদ্ভাসিত হ'তে লাগল,—
বিরমণ তখন
ক্রমনিথরে
রমণ-দীপনায়
উল্লাস-উদ্বেলনে
আলিঙ্গন-উদ্বেলনী অনুদীপনায়
অনুকম্পনে
উদ্ভাসিত হ'য়ে
ক্রমবিক্ষেপে
আবার ঐ
আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও বিরমণকে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুবেদনায়
উৎক্ষিপ্ত ক'রে
সংক্ষুব্ধ তাৎপর্য্যে
সঙ্কোচ-প্রসারণায়
সঙ্গতিশীল তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল,
নন্দনার স্পন্দন-সম্বেগও
তেমনতর উচ্ছ্বাস-উচ্ছলায়
উৎসর্জ্জিত হ'তে লাগল ;
প্রকম্পনী স্পন্দন
নর্ত্তন-দীপনায়
যতই উদ্দীপ্ত হ'য়ে
আলিঙ্গন-প্রসারণের ভিতর-দিয়ে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল,—
ঐ স্পন্দনের প্রতিধ্বনি
বিক্ষেপ-উদ্বেলনায়
ততই উচ্ছল হ'য়ে উঠতে লাগল ;

আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
অভ্যুত্থান হ'ল—
স্বরের,
বোধহয়,
এই স্বরই
বৈদিক যুগের সরস্বতী,
স্পন্দনার
সামুদ্রিক সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
তরঙ্গায়িত উল্লোল উদ্বর্ত্তনায়
বীচিমালার
সৃষ্টি করতে-করতে
সুরের ঝঙ্কারে
স্বর-সন্দীপনায়
সে
সন্দীপিত ক'রে তুলতে লাগল
সবকে,
আর, সন্দীপিত হ'য়ে উঠল
নিজেই—
এমনতর ঐ
ক্রমবিধায়নী তাৎপর্য্যে,
স্পন্দন হ'য়ে উঠল—
স্বরদীপ্ত,
এই স্বরই—
সরস্বতী,
বাগ্‌দেবী ;
ঈশ-ঐশ্বর্য্যের
সন্দীপনী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ স্বর
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল—
ঐশী-দীপনী তাৎপর্য্যের
তরল নর্ত্তনে,

উদ্ভাসিত অনুকম্পায়
উদ্বেলিত হ'য়ে
উদ্দাম ঝঙ্কারে
সে
স্বরবিহ্বল সন্দীপনায়
অভিষিক্ত হ'য়ে
যতই উঠতে লাগল,—
তা' হ'তেই
স্ফোটন-দীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল—
প্রদীপ্ত প্রকম্পনে—
আত্মিক অভিনন্দনা ;
এই আত্মিক অভিনন্দনাই
ব্যালোল বৃত্তাভাস সৃষ্টি ক'রে
বিকম্পিত অনুনয়নে
বৃত্তাভাস-বিজৃম্ভণে
হিরণ্যগর্ভের
অর্থাৎ রেতঃদীপ্ত গতিগর্ভের
শুভ-সন্দীপনী সিংহাসনে
উৎসব-নন্দনায় উঠে
স্থির ও চরের
ক্ষোভবিনায়নী তাৎপর্য্যে
বিক্ষোভধুক্ষিত
দুন্দুভি-নিনাদে
বিকশিত ক'রে তুলল—
ছায়াপথ ;
আর, ছায়াপথ মানেই—
যা'র মধ্যে
ঐ অবস্থারই
ছায়ার বিম্ব নিয়ে
যতগুলি

বিক্ষোভবিদগ্ধ
উৎসজ্জর্নার উদ্ভব হ'য়ে
চলতে লাগল,—
তত ছায়াপথের
বিশাল ব্যাবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
সংস্থ হ'য়ে
সামুদ্রিক তাৎপর্য্যে
অর্ণব-অভিযানে
বিঘূর্ণন-তৎপরতায়
উৎসৃষ্ট হ'তে লাগল—
গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি—
ব্যোমবিদীপ্ত বিধায়নায়,
পর্জ্জন্য-পরিস্রবা
অনুক্রমী তৎপরতায় ;

বহু ছায়াপথের
প্রত্যেকটি হ'তে
এমনতর হ'তে লাগল,
সে আলোড়ন-অগ্নি,
ব্যাবর্ত্তন—
ছিট্‌কে প'ড়ে-প'ড়ে
গ্রহনক্ষত্রাদির
সৃষ্টি করতে লাগল—
ভূমায়িত বৃত্তাভাসের
পরিভৃত উন্মাদনায় ;

আবার, তা'রই
স্থির ও চরের
উচ্ছল উন্মাদনা হ'তে
বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল—
স্থিরের
স্থিরজাতীয় বিচ্ছুরণ,
চরের

চরজাতীয় বিচ্ছুরণ,
মাঝখানে রইল—
নিরপেক্ষতার
বিচ্ছুরণী
অনুকম্পায়িত ধৃতিসম্বেগ ;
এমনি ক'রেই আসল—
ক্রম-অভিযানের ভিতরেই
পরাৎপর অণু-সন্দীপনার
উৎসৃজনা—
সংঘাত-সংক্ষুব্ধ বিকম্পনে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
এই পরাৎপর অণুর সঙ্গে থাকল—
দ্যোতন-অণিকা-নির্ঝর,—
সাথে নিয়ে তা'র
আক্ষেপবিক্ষেপী
পরাবিদ্যুৎকণা
ও অপরা-বিদ্যুৎকণা,
তা'দের কেউ
দানা বেঁধে উঠতে লাগল,
কেউ বা
ভেঙ্গে-চুরে
খান খান হ'য়ে—
যা'র প্রতি যা'র
যেমন আকর্ষণ—
এই আকর্ষণে
সংহত হ'য়ে
দানার সৃষ্টি ক'রে
ক্রমে পরমাণু, অণু ইত্যাদিতে
পর্য্যবসিত হ'য়ে
কণায় আবির্ভূত হ'য়ে
বিদীপ্ত

বেদন-উল্লোল তাৎপর্য্যে
বিন্যাস লাভ ক'রে
সুসংস্থ কণায়
বিসৃষ্ট হ'য়ে
কণার শিষ্ট সঙ্গতিতে
বিনায়িত হ'য়ে উঠতে লাগল ;
প্রত্যেকটি অনুগতি
কিন্তু আবার
তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রেই চলেছে,
আবার, তা'র মধ্যে
যা'দের সাথে যা'দের
মিলন-সম্বেগ আছে—
তা'রা মিলিত হ'ল সেখানেই,
অসম্মিলন
যা'দের সাথে যা'দের আছে—
তা'রা রইল সেইভাবেই ;
এমনি ক'রেই
আস্তে আস্তে
ক্রমপদক্ষেপে
হ'য়ে উঠতে লাগল—
প্রাগ্-বস্তু উপাদান ;
এই প্রাগ্-বস্তু উপাদানের
বিভিন্ন মিশ্রণের ভিতর-দিয়ে
সে আবার
নানাজাতীয়
প্রাগ্-বস্তু পদার্থের
সৃষ্টি করতে লাগল,
এমনি ক'রেই
সৃষ্টি হ'য়ে উঠল
জগৎ,—
সন্দীপনার

স্রোতল মুখর উদ্দীপনার
আবর্ত্তন-তাৎপর্য্যে
বিনায়িত হ'য়ে ;
ঐ আকর্ষণ, বিকর্ষণ
ও বিরমণের সঙ্গতিকে
উচ্ছল রেখে
অজচ্ছল উন্মত্ত অভিসারে
আন্দোলিত হ'য়ে
যা'-কিছুর সৃষ্টি হ'য়ে উঠল,
বস্তুর
প্রাগ্-আবির্ভাব হ'য়ে উঠল—
রকমারি তাৎপর্য্যে ;
স্পন্দনার
ঐ সন্দোলিত লীলাই হ'চ্ছে—
দোল,
আর, ঐ লীলায়িত
শব্দসন্দীপনাই হ'ল—
রাস ;
এমনি ক'রেই হ'ল বায়ু,
এমনি ক'রেই জল,
এমনি ক'রেই হ'ল অগ্নি,
আবার, জলের ভিতর-দিয়েই
স্থলের আবির্ভাব হ'য়ে উঠল,
জল হ'তেই জীব আসল,
যা'রা আগে ছিল জলচর—
তা'রা ক্রমে-ক্রমে
স্থলচর হ'য়ে উঠতে লাগল,
পরে আবির্ভাব হ'ল—
মানুষের ;
ঐ স্পন্দন হ'তে শব্দ,
শব্দ হ'তেই সুর,

সুর হ'তেই সন্দীপনা,
আর, সন্দীপনা হ'তেই তাপ,—
যা' যেখানে যেমনতর যোগ্য
সঙ্গতিশীল
তেমনি ক'রেই
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল—
সব ;
এই শব্দকে
উদ্বেজিত ক'রে
উদ্দীপ্ত ক'রে
যখনই তা'কে
উচ্ছলতায় নিবিষ্ট ক'রে তোলা যায়,—
তা' হ'তেই হয়—
অগ্নির আবির্ভাব ;
জল, বায়ু ও অগ্নি
যেখানে যেমনতর চায়,
আকর্ষণ ও বিকর্ষণ
যেখানে যেমনতর,—
উদ্বেজনাও
সেই রকমের ভিতর-দিয়ে
এক হ'তে অন্যে,
অন্য হ'তে আরো অন্যে,
এমনি ক'রেই
সৃষ্টি হ'য়ে চলল—
নানাজীবনের
নানাপ্রকার উচ্ছলতা নিয়ে ;
ঐ স্পন্দনী তাৎপর্য্য
যা' আগে
স্পন্দনবিভোর তৎপরতায়
নর্ত্তন-দীপনায়
চ'লে যাচ্ছিল—

সেই সম্বেগই আত্মিক সম্বেগ ;
এই আত্মিক সম্বেগের
অভিদীপনা দিয়েই হ'ল—
এক-এক জাতির সৃষ্টি,
অর্থাৎ, এক-এক রকমের সৃষ্টি,
সম-জাতীয় এক-এক গুচ্ছ—
সঙ্কর্ষণী সংঘর্ষণায়,
এর ভিতর-দিয়ে আসল—
জাতি-বর্ণ যা'-কিছু ;
এই জাতি-বর্ণের
বিহিত তাৎপর্য্য-অনুপাতিক
তা'দের আত্মসংরক্ষণী
বৈধী-বিনায়নে
উদ্ভূত হ'তে লাগল—
যা' নাকি
যা'দের পক্ষে জীবনীয়
তা'দের পক্ষে তা'ই,
আমার ভাষায়
পাড়ি পা'ক বা না-পা'ক,
আমার বোধ-অনুপাতিক
যেখানে যেমন হয়—
তা'ই বললাম,
শিবসুন্দর যিনি—
তিনি বিনায়ন ক'রে
যথাস্থানে যেমনতর
তা' বিনিয়োগ করবেন,—
এই আমার প্রার্থনা। ৫৯।

স্থাস্নু পৌরুষ-দীপনার স্থয়ী-সম্বেগ
চর-প্রকৃতিতে সঙ্গতি লাভ ক'রে

স্থয়ন-আবেশে
স্থপন-সম্বেগী হ'য়ে
এক হ'তে অন্যে
স্থপন-চলায় স্থাপিত হ'য়ে
কত গুণ হ'তে গুণে
রূপ হ'তে রূপে
আন্দোলিত হ'তে-হ'তে
সসত্ত্ব-অভিদীপনায় থেকে
চলন্ত হ'য়ে চলেছে ;
এই থাকাটাই অস্তি,
আর, থেকে উৎক্রমণী চলনটাই সম্বর্দ্ধনা—
বিবর্ত্তনের আরতি-সম্বেগ,—
যা' আরো হ'তে আরোতে
নিজের সত্তাকে বিনিয়ে-বিনিয়ে
রকমারি চলনে
বর্দ্ধনে বিন্যাসিত হ'য়ে
স্ফুরণার অফুরন্ত সম্বেগে
নিজেকে বিস্তার ক'রে চলেছে ;
আবার, চর যেখানে প্রবল—
তা' স্বতঃই স্থয়ীকে আত্মসাৎ ক'রে,
নানা বিচ্ছিন্নতায় বিধায়িত ক'রে,
অবস্থান্তর, রূপান্তর বা গুণান্তরে
অন্বয়-পরায়ণা,
আবার, এই স্থয়ী প্রবল যেখানে,—
চর সেখানে চলৎশীল হ'য়েও সংহত,
উন্নত-পরাবর্ত্তনী,
আত্মনিয়মনে ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
বিবর্ত্তনে নিজেকে বিধায়িত ক'রে
বিন্যাস-পরিক্রমায় প্রবর্দ্ধন-নিরত ;
এই স্থাস্নু যা',
তা'ই পুরুষের স্থয়ী-সম্বেগ

পৌরুষ-বীর্য্যবাহী ;
চরিষ্ণু যা' তা'ই চর-সম্বেগী—
রজস্-দীপন-দীপ্ত ;
স্থায়ী পুরুষ, চর প্রকৃতি,
অর্থাৎ, স্থায়ী ঋজী, আর, চর যা' তা' রিচী ;
এই প্রকৃতি-পুরুষের
সলীল সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
সৃজন-দীপনী ভোগ-আরতি,
তাই, ভগবান্ মনু ব'লেছেন—
"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি।"
'যখন জীব অণুমাত্রিক হ'য়ে স্থাস্নু ও
চরিষ্ণু বীজে প্রবেশ করে,
তখন তাহা সৃষ্ট হয় ও মূর্ত্তি গ্রহণ করে।'
এই সঙ্গতি যেখানে ব্যভিচারগ্রস্ত,
দুর্ভোগও সেখানে দুস্তর হ'য়ে
ফাটল-সংক্ষুব্ধ ;
স্থায়ী-ভরণ যেখানে প্রদীপ্ত—
অভিব্যক্তিও স্থাণু সেখানে,
ব্যক্তিত্বও পুষ্ট, সুসংহত,
বোধমর্ম্ম বিনায়িত ;
আর, চর-ভরণ যেখানে প্রবল—
স্থায়ীকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
তদ্-যোগানুগ না-হ'য়ে,—
স্থায়ী-দীপনাও সেখানে
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, ইতস্ততঃ-চলৎশীল,
ব্যক্তিত্বও সেখানে সংকীর্ণ,
বোধিমর্ম্মও মূঢ়, অবষ্টব্ধ ;
তাই, ঈশ্বরই স্থায়ী-দীপনা,
ঈশ্বরই
চর যা'-কিছুরই স্থায়ী-সম্বেগ,

ঈশ্বর স্থির, অচঞ্চল, বশী,
চরপ্রভু । ৬০ ।

প্রান্ত-পরস্পরের যোগরাগ-জৃম্ভী
আকর্ষণ-বিকর্ষণী অনুচলনের ভিতরেই
আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগের
উদ্গতি হ'য়ে থাকে,
ঐ আকুঞ্চন-প্রসারণার ভিতরেই
আছে আবার
যোগ-বিরমণ আর বিয়োগ-বিরমণ,
এই বিয়োগ বা বিয়োজনার
ক্রূর সঙ্কোচন আবার
যোগ-আবেগের উদ্দীপনা নিয়ে আসে ;
আবার, ঐ মিলন-আরতি যখনই
সমত্বে উৎকীর্ণ হ'তে চায়—
একটা নিরেট সঙ্গতিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
তদ্ভরণনিবেশী আধিক্যে
অবশায়িত হ'য়ে,—
তখনই উদ্গত হ'য়ে ওঠে বিয়োগ—
ব্যাহৃতির বিযোজনী সম্বেগ ;
এমনতরই অনুক্রিয় কর্ম্মতৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যে-গতি নিরন্তর হ'য়ে উঠছে,—
তাই আত্মিক সম্বেগ ;
আবার, এই আকর্ষণ-বিকর্ষণী
উল্লোল উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
যে সংঘাত-সংক্রমিত সাত্ত্বিক দীপনার
সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই চিদ্-অণু ;
এই চিদ্-অণুই তরঙ্গায়িত হ'য়ে
ছন্দানুক্রমণায়
সংক্রমণী তাৎপর্য্যে সঙ্কলিত হ'য়েই

ক্রমান্বয়ে অনুদীপনী-অণুতে
উদ্গতি লাভ ক'রে
অণু-সত্তায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে
অজচ্ছল চলনে চলতে থাকে—
থাকা-যাওয়ার আবর্ত্তনে
আত্মমর্য্যাদার পর্য্যায়ী পরম্পরায়,
ব্যাবর্ত্ত-বৃত্তাভাস-বিজৃম্ভী চলনে,
এই এমনতর সংঘাত-সন্দীপ্ত সঙ্কলনই
বোধির উদ্গাতা ;
এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সম্মিলন-অসম্মিলনের ভিতর-দিয়ে
যেমনতর অবতরণ হ'য়ে চলেছে—
সুকেন্দ্রিক অতিশায়নী আলম্বন-তৎপরতায়,
অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণী যোগাবেগে
সংহত হ'য়ে,—
সেই অন্বিত সঙ্কলন
এক-একটি গুচ্ছে অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠছে—
দ্যুতি-রণন-নিক্কণী দ্যোতনায় ;
ঐ গুচ্ছকেই চিৎ-তনু বলা যা'ক,
এই চিৎ-তনুর পরিধিতে আছে
ঐ জাতীয় আণবিক অনুক্রমণ—
যা' নিজের ভূমিতে ঘূর্ণায়মান হ'য়ে
আকর্ষণী-বিকর্ষণী তৎপরতায়
সংঘাত-সন্দীপ্ত হ'য়ে
চলায়মান হ'য়ে চলেছে,
আর, তা'রই অন্তরে নিহিত আছে
আকর্ষণী-কেন্দ্র,
এই কেন্দ্রে ঐগুলি সংযোজন-সম্বদ্ধ হ'য়ে
ঘূর্ণায়মান অনুক্রমিক চলৎ-সম্বেগে চলছে,
কেবলই চলছে—বিরামহীন—
কেন্দ্রে আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয় বিকর্ষণী ধাক্কায়

মাঝে-মাঝে আলো-অণিকার
অজচ্ছল উচ্ছল বর্ষণে
অভিদীপ্ত ক'রে যা'-কিছুকে—
একটা অকাট্য তীক্ষ্ণ দ্যুতি-সম্বেগে,
অপ্রমেয় গতিতে ;
এমনি ক'রেই এই সঙ্কলনগুচ্ছগুলি
ক্রমে অন্বিত হ'য়ে
ক্রমশঃ স্থূল হ'তে স্থূলতরে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠছে—
ছন্দায়িত পরিক্রমায় ;
আর, এর প্রত্যেকের ভিতর
ও-সবেতেই আছে—
ঐ অমনতর সম্বেগোচ্ছল
অজচ্ছল জ্যোতি-নিক্বণ,
আছে গতি-সম্বেগ,
আছে আকুঞ্চন-প্রসারণী প্রাণন-দীপনা—
যে-গুচ্ছ
যে বৈশিষ্ট্য-সমাহিত হ'য়ে যেমনতর—
তেমনি রকমে তা'র,
আবার, এক-একটি গুচ্ছের পরিবেশ হ'য়ে উঠছে
অন্য অন্য বিশেষ-বিশেষ গুচ্ছগুলি ;
নিজের আত্মসংরক্ষণী উচ্ছল উধাও গতি,
পরিবেশের চাপ,
অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণী আবেগ
যোগবাহী হ'য়ে
ঐ সংঘাতের মধ্যে
নিজের সংস্থিতি-পোষণ-অনুগ যা',
তা'কে গ্রহণ ক'রে,
অন্যগুলিকে ব্যাহত ক'রে
বা ঐ সেই অন্তর্নিহিত বোধিতৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে

নিজের গতিকে—
প্রাণনদীপনাকে
অব্যাহত রাখার আবেগ নিয়েই চলছে ;
আর, এই বোধি-সংশায়িত উপাদান—
সত্তার সত্ত্ব-সংরক্ষণ-আবেগ
যেমন ক'রে পরিস্থিতির
বিরুদ্ধ সমাবেশকে অতিক্রম ক'রে
আত্মবিনায়নী তৎপরতায় চলন্ত হ'য়ে
নিজের তনুকে বিনায়িত ক'রে চলছে,—
অন্তর্নিহিত ঔপাদানিক বিন্যাসও
তেমনতরভাবেই
অন্বিত বিন্যাসে
বিনায়িত হ'য়ে চলছে,
আর, ঐ সঙ্কলিত সত্তার ভিতরে
যেমনতরভাবে উপাদানগুলির বিন্যাস হ'চ্ছে—
পারস্পরিক যোগ-নিবন্ধনায়,
যে-বিন্যাসে
চেতন-দীপনা সংরক্ষিত হ'য়ে
বোধিসত্ত্বের বিধৃতিকে বিধায়িত ক'রে
সংরক্ষণী নিয়মনে
সম্পোষণী নিয়মনে
সম্বর্দ্ধনী নিয়মনে
স্থিত ও সংহত ক'রে চলেছে,—
অন্তর্নিহিত
ঐ বিশিষ্ট বিন্যাস-সংস্থিতিকেই
জনি ব'লে অভিহিত করতে পারি,
ঐ জনি-সম্বলিত বীজ-বিভবই হ'চ্ছে—
বিশেষ হ'তে ঐ ঐ সংশ্রয়ী সত্তার
বিশেষে উৎক্রান্ত হওয়ার
সর্ব্বসঙ্গত অনুপ্রেরক ;
আবার, এই প্রতিটি গুচ্ছের ঔপাদানিক সংহতি

সুকেন্দ্রিক অতিশায়নী আলম্বনের
অন্তঃস্থ যোগদীপনা বা যোগাবেগ নিয়েই
নিজের পথে
ঐ বাধা-বিপত্তি যা'-কিছু
সবকে অতিক্রম ক'রে
নিরন্তর
চিরন্তন চলনরত আবেগ নিয়ে চলন্ত,
ঐ সুকেন্দ্রিক অতিশায়নী আলম্বন হ'তে
যে যেমনতর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠছে,—
সে তেমনি তেমনতর রকমে
যা'তে আলম্বিত হ'য়ে থাকতে পারে—
তেমনতর সঙ্কলন-সংহিত তনু
অবলম্বন ক'রে চলছে ;
আবার, ঐ সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
সে এমনতর বোধি-প্রবর্ত্তনা খাটিয়ে
যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে নিচ্ছে—
থাকবার, বাঁচবার উপযোগী ক'রে,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
সে প্রয়োজনীয় যা'-কিছুকে
বিহিত রকমে বিধায়িত ক'রে তুলছে,
এই বিধায়নার ভিতর-দিয়েই
যেখানে যেমন উপযোগী
সে তেমনি ক'রেই
ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি ক'রে ফেলল,
ঐ সংঘাতকে এড়িয়ে বা বিন্যস্ত ক'রে
তা'র সত্তাপোষণী স্বার্থে
তেমনি ক'রেই
সে তা'র তনু বিনায়িত ক'রে তুলল,—
এমনি ক'রেই
সে নিজের বাঁচবার উপকরণ
ইন্দ্রিয় ও বৈধানিক-সংস্থিতি

যেখানে যেমনতর দরকার
তা' ক'রে ফেলল,
এইভাবে অস্থি, স্নায়ুতন্ত্রী,
অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, তাপসাম্য
ইত্যাদি গজিয়ে উঠল—
যা'র যেখানে যেমন প্রয়োজন—
সুকেন্দ্রিক সুসঙ্গত উদ্‌গতি নিয়ে,—
সৃজন-পরিক্রমায় আবির্ভাব হ'য়ে উঠল
স্তন্যপায়ী জীবের ;
ফলকথা, তা'র অন্তর্নিহিত বোধিই
সাত্ত্বিক সম্বেগে
সন্ধিৎসু প্রণোদনায়
বিধি-বিনায়নে
বিধানকে বিধায়িত ক'রে তুলল—
ক্রমস্ফুরণায়,
এমনি ক'রেই লীলালাস্য
সলীল সঙ্গমে
আত্মিক সম্বেগে
স্বীয় প্রকৃতিতে অবষ্টব্ধ হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে উদ্‌গতিশীল হ'য়ে চলল ;
ঐ অন্বয়ী সঙ্কলনের ক্রমপারম্পর্য্যে
যথাবিধানে সৃষ্টি হ'ল ব্যোম,
সৃষ্টি হ'ল মরুৎ,
সৃষ্টি হ'ল তেজ,
সৃষ্টি হ'ল অপ্,
সৃষ্টি হ'ল ক্ষিতি ;
আবার, এইগুলিকে তাই ভূত বলে,
ভূত মানে হওয়া,
এই ভূতের ভিতর এক-একটি মণ্ডলে
যেখানে যেমন ক'রে এই সংস্থিতি
তা'র সপরিধি-সংহিতি-বিনায়নায়

নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে,
তা'র স্ফুরণও তেমনি হ'য়ে উঠল—
ভলকে-ভলকে, ঝলকে-ঝলকে ;
আবার, ঐ সংস্থিতির অন্তঃকেন্দ্র
যা' আকর্ষণ-বিকর্ষণ-দীপনা-সংস্থিত হ'য়ে
সমস্ত বিধানকে বিনায়িত ক'রে তোলে,
সম্বেগদীপ্ত অভিসারে যোগপুষ্ট হ'য়ে
নিজেকে সংস্থিত রাখবার উচ্ছল আকৃতিতে
চলন্ত হ'য়ে চলে,—
তা'ই হ'চ্ছে
ঐ তনুসত্তার অন্তঃকরণ বা অন্তঃকেন্দ্র,
আর, ওকেই আমরা বলতে পারি
মাধ্যাকর্ষণী কেন্দ্র ;
ঐ আত্মিক গমন
যে যেমনই হোক,
তা'র কিন্তু তেমনি বৈশিষ্ট্য নিয়েই চলছে—
সনাতন শাশ্বত সন্দীপনায়,
সে আগুনেরও আত্মিক সম্বেগ,
সে জলেরও আত্মিক সম্বেগ,
সে ক্ষিতিরও আত্মিক সম্বেগ,
সে বাতাসেরও আত্মিক সম্বেগ ;
তাই, সেই গীতার কথায়—
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।" ;
ফল কথা,
এই সংহতির সাত্ত্বিক আলম্বনই হ'চ্ছে—
কেন্দ্রানুশায়িতা, আর কেন্দ্রানুগ আত্মবিনায়ন,
এ যেখানে বিড়ম্বিত বা বিকৃত হ'য়ে উঠল—
সে সেখানে তেমনতরই
ভঙ্গুর হ'য়ে উঠতে লাগল,
আবার, তা'র অস্তিত্ব আত্মবিলয় ক'রে

যেমনতর আলম্বনে আলম্বিত থেকে
আত্মবিনায়ন করতে পারে,—
তেমনতরভাবেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল ;
তাই, এই এই গুচ্ছগুলি
সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ,
সমঘন হ'য়েও অসমঘন,
কারণ, সবিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে
বিশেষের প্রত্যেকটি ব্যষ্টিরই উদ্গতি,—
যদিও সব যা'-কিছু নিয়ে
ঐ একই আত্মিক-সম্বেগ
প্রতিটি যা'-কিছুর প্রাণন-ভিত্তি,
তাই, সবারই কেন্দ্র যিনি
তিনি নির্ব্বিশেষ—
সবিশেষ হ'য়েও প্রতিপ্রত্যেকে,
আর, তিনিই ঈশ্বর ;
আবার, ঐ সত্তা যাঁ'র দ্বারা ধারিত হয়
বা পালিত হয়,—
তিনিই অধিপতি,
তাই, ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর। ৬১।

সূচীপত্র

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী — বাণী-সংখ্যা

সূচী বাণী-সংখ্যা

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অঙ্কী-ডিম্ব—৫২ = Zygote.

২। অণিকা—৬১ = ক্ষুদ্র অণু; Quanta.

৩। অণু-সঙ্কলন—২৯ = অণু (atom)-গুলির গুচ্ছীকৃত অবস্থা।

৪। অতিশায়নী—৬১ = ঝোঁকসম্পন্ন।

৫। অধিক্রমণ-তৎপরতা—৫৬ = অধিগত করার তৎপরতা।

৬। অনুক্রমণী—৬ = অনুরূপভাবে চলৎশীল।

৭। অনুক্রিয়—৪৬ = পশ্চাতে থেকে ক্রিয়াশীল।

৮। অনুদীপনী-অণু—৬১ = অনুদীপ্ত অর্থাৎ প্রকাশিত ক'রে তোলে যে অণু।

৯। অনুধায়নী—৩১ = অনুধাবন অর্থাৎ পর্য্যালোচনা ক'রে চলে যা'।

১০। অনুনয়না—১৪ = কোন কিছুর দিকে নিয়ে চলা।

১১। অনুপ্রাস—৫২ = বিস্তার বা বেড়ে-ওঠার আকুতি।

১২। অনুবেদনী—৩৯ = সম্যক-প্রজ্ঞাযুক্ত।

১৩। অনুরণনী—৫২ = অনুরণন অর্থাৎ কম্পন-যুক্ত।

১৪। অন্তঃসেচন—৫০ = ভিতর থেকে রসসঞ্চার।

১৫। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি—৬১ = Internal secretion ঘটায় যেসব gland.

১৬। অন্তরাসী—৩৯ = Interested. অন্তরাস = Interest.

১৭। অববেলায়িত—৫৫ = গতিশীল কম্পনে কম্পিত।

১৮। অবশায়িনী—৫৫ = ঝোঁকসম্পন্ন।

১৯। অভিধায়নী-আবেগ—১৪ = তন্মুখী ধারণ-আবেগ।

২০। অর্ণব-অভিযান—৫৯ = সতত-গতিশীল অভিযান।

২১। অর্থনা—১৫ = অর্থসমন্বিত গতি।

২২। অলল—৫৫ = অনির্দ্দিষ্ট।

২৩। অস্তু—৩ = হওন।

২৪। আণবিক বিধায়না—৪৪ = Atomic adjustment.

২৫। আণবিক সংঘাত—২৯ = Atomic explosion.

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৬। আতিবাহিক ক্রম—৩১ = Graduated go.

২৭। আবর্ত্তন-উদ্ভাবনায়—৫৭ = ঘূর্ণীর সৃষ্টি ক'রে।

২৮। আমান—৪২ = আপাদমস্তক, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে।

২৯। উচ্চেতনী—৩৯ = উচ্চেতিত ক'রে তোলে যা'।

৩০। উৎক্রমণী—৪৪ = উন্নতি-অভিমুখে চলে যা'।

৩১। উৎসর্জ্জনা—৫৯ = উন্নতি (উৎ) বা বিস্তারের অভিমুখী যে সৃষ্টি।

৩২। উদ্বেজনা—৫৯ = ব্যাকুলতা। [বিশেষণে উদ্বেজিত = ব্যাকুল]।

৩৩। উদ্বেলনা—৫৯ = উদ্বেল হ'য়ে ওঠা।

৩৪। উদ্‌যায়ী—৫৫ = উন্নত-গতিশীল।

৩৫। উপ্তি-আবেগ—৫৪ = বপন করার আবেগ।

৩৬। উর্জ্জনা—৫৮ = বল ও প্রাণনসম্বেগ।

৩৭। ঋজী—৬০ = Positive.

৩৮। ঋত বিভাস—৫৭ = গতিযুক্ত প্রকাশ। [ঋত = গতি]।

৩৯। এষণা—৫৪ = পুনঃপুনঃ করণ-ইচ্ছা।

৪০। ঔপকরণিক সঙ্গতি—* = উপকরণের সঙ্গতি।

৪১। কারকতা—৩৮ = করণশীলতা।

৪২। কোষ-সংকলনী অণু—২৯ = কোষ (cell)-সংকলনকারী অণু।

৪৩। ক্বণ-কন্দল—২১ = শব্দঝঙ্কার।

৪৪। ক্বণন-কম্পন—৫৭ = Sound-producing vibration.

৪৫। ক্রমজন—৪৯ = Chromosome.

৪৬। ক্ষত্রদীপনী আবর্ত্তন—৫৭ = তেজোদ্দীপী সঞ্চরমাণতা।

৪৭। চর—৫৭ = Negative.

৪৮। চর-ভরণ—৬০ = Negative charge.

৪৯। চরিষ্ণু—৫৫ = চরমানতাই যা'র স্বভাব ; Negative.

৫০। চিতীসম্বেগ—৪৯ = যে-সম্বেগ চেতন ক'রে তোলে।

৫১। চুম্বক-শক্তিসংলেখা—৫৭ = Lines of magnetic force.

৫২। চৈত্ত বিভাস—৫৭ = চেতনার অভিদীপ্তি।

৫৩। জনি—৪৯ = Genes.

৫৪। জৈবী-দীপনা—২৮ = জীবনীশক্তির বিকাশ।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৫৫। জৈবী-সংস্থিতি—৪৯ = জীবদেহের সংস্থান বা গঠন ; Biological make-up.

৫৬। জ্যোত-অভিদীপ্ত—১৭ = জ্যোতিঃ-বিভাসিত। [জ্যোতিঃ অর্থে 'জ্যোত', শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ]

৫৭। জ্যোত-নিক্বণী—৫৭ = নিক্বণ (শব্দ)-যুক্ত জ্যোতিসমন্বিত।

৫৮। জ্যোতি-মূর্চ্ছনা—৫৪ = জ্যোতির মূর্চ্ছনা অর্থাৎ বর্দ্ধনা।

৫৯। তর্জ্জন-দীপনা—৫৫ = গুরুগম্ভীর শব্দের প্রকাশ।

৬০। তৃপণা—৫২ = তৃপ্তি।

৬১। দয়ী—৪৫ = দয়াল, রক্ষণকর্ত্তা। [দয় (রক্ষণ, পালন) + ইন্ (কর্ত্তরি)]

৬২। দ্যুতিভর্ব—৫২ = বিকশিত হ'য়ে ওঠার প্রীতিকর-দীপ্তিসমন্বিত।

৬৩। দ্যোতন-অণিকা-নির্ঝর—৫৯ = ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোক-অণুর ঝরণাধারা।

৬৪। নন্দ-বিকিরণী—৩৯ = আনন্দ-বিকিরণকারী।

৬৫। নিক্বণী—৫৭ = স্পন্দনযুক্ত।

৬৬। নিবেশ—৪৪ = মনোনিবেশ, একাগ্রতা।

৬৭। নিষ্যন্দনা—১৬ = ক্ষরণ, ঝরণা।

৬৮। পরাবর্ত্তনী পরিপ্রেক্ষা—৩৮ = ঠিক তেমনিভাবে থেকে-চলার দর্শন।

৬৯। পরিপ্রেক্ষণ—২৭ = দর্শন।

৭০। পরিবীক্ষণী—২৭ = সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন-সমন্বিত।

৭১। পরিবেদনা—৩৯ = সম্যক বা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।

৭২। পর্জ্জন্য-পরিস্রবা—৫৯ = বৃষ্টিধারার মত ক্ষরণশীল।

৭৩। পিণ্ডিক কোষ—২৯ = Molecular adjustment of cells.

৭৪। পিণ্ডিকা—১২ = Molecule.

৭৫। পৈণ্ডিক-অভিব্যক্তি—২৯ = Molecular form.

৭৬। প্রগল্ভ প্রবর্ত্তনা—৫৭ = শক্তিযুক্ত উদ্দাম চলনা।

৭৭। প্রতিক্রিয়—৬১ = প্রতিক্রিয়া থেকে জাত।

৭৮। প্রাগ্বস্তু—২১ = বস্তুর অবয়বপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা।

৭৯। প্রান্ত-পরস্পর—৬১ = Two opposite poles (Positive and negative)

৮০। বস্তুর অন্তঃস্থ নন্দনা—৪১ = বস্তুর অন্তর্নিহিত বর্দ্ধনসম্বেগ।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৮১। বিকাশ-অবশায়িনী—৫৫ = বিকাশ-অভিমুখী।

৮২। বিদিত তাৎপর্য্য—৪২ = প্রাজ্ঞ তৎপরতা।

৮৩। বিধায়না—৪১ = ধারণপোষণের বিহিত পথ বা ক্রিয়া।

৮৪। বিন্দ-বিলোকনা—৪৪ = বিচারসমন্বিত দৃষ্টি।

৮৫। বিবর্ত্তন-বৃত্তাভাস—৫৮ = বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠার জন্য যে বৃত্তসদৃশ (ডিম্বাকৃতি) গতি।

৮৬। বিয়োগ-বিরমণ—৬১ = বিযুক্ত হ'তে যেয়ে, বিযুক্ত না হ'য়ে যে-স্থিতি।

৮৭। বিরমণ—৫৯ = স্থিতি ; Stop, cessation.

৮৮। বিরমণী—৫৯ = বিরমণ আছে যা'র মধ্যে।

৮৯। বিলয়ন—৪২ = বিলয় বা বিনষ্ট হওন।

৯০। বীচি-উদ্বেলন—৫৭ = ক্ষুদ্রতরঙ্গসদৃশ অনুকম্পন।

৯১। বীচিবচন—৫৫—তরঙ্গ-ভঙ্গিমা।

৯২। বৃত্তাভাস—৫৭ = বৃত্তসদৃশ ; elliptical.

৯৩। বেদন-উল্লোল তাৎপর্য্যে—৫৯ = বোধে উচ্ছল হ'য়ে। [শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুই এক একটি চেতন সত্তা]

৯৪। বোধবিজৃম্ভী—৫৭ = বোধকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

৯৫। বোধায়নী—৪৬ = বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

৯৬। ব্যাপনী—৫৮ = ব্যাপ্ত (বিস্তৃত) ক'রে তোলে যা'।

৯৭। ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাস—৫৭ = Spiro-elliptical ; ডিম্বাকৃতি-গতিসদৃশ ঘূর্ণায়মান চলন।

৯৮। ব্যাহৃতি-অনুক্রম—৫৬ = বিস্তারের ক্রম।

৯৯। ভজন-ভৃতি—৫৫ = সেবার পোষণচর্য্যা।

১০০। ভবৎসা—৫৭ = থাকার আকুতি।

১০১। ভুববিলোল তাৎপর্য্য—৫৭ = হ'তে-থাকার জন্য চঞ্চল তৎপরতা।

১০২। ভৃতি—৫২ = ভরণ, charge.

১০৩। ভেদ-ব্যবস্থ—৫২ = Differentiated.

১০৪। মূর্ত্তনা—২৫ = মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া, মূর্ত্তি দেওয়া।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১০৫। যজ্ঞকামধুক্—৫২=(১) সেবা-সংক্ষুধ, (২) পবিত্র কামনার ধাতা অথবা দোহনকর্ত্তা।

১০৬। যন্ত্রণ-বিনায়না—২৯=Mechanical adjustment, সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে রাখে যে বিধিব্যবস্থা।

১০৭। যন্ত্রারূঢ়—৩০=কোন বিশেষ instrument-এর ভিতর দিয়ে pass করানো। (যেমন, vibrometer-এর ক্ষেত্রে vibration pass করানো)।

১০৮। যোগবাহী—*=যোগকে বহন করে যা', যোগ আছে যা'র মধ্যে।

১০৯। যোগবিরমণ—৬১=যুক্ত হ'তে যেয়ে, যুক্ত না হ'য়ে যে-স্থিতি।

১১০। যোগরাগ-জৃম্ভী—৬১=যুক্ত হওয়ার অনুরাগকে (আকর্ষণকে) বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

১১১। যোগাবেগ—১৩=(যোগ+আবেগ) যুক্ত হওয়ার আবেগ, affinity.

১১২। রজস্ দীপনদীপ্ত—৬০=রঞ্জনকারী-শক্তিসম্পন্ন।

১১৩। রমণ—৫৯=ক্রীড়া, গতি।

১১৪। রাসায়নী—*=রসের অর্থাৎ শাব্দিক সংগঠনের পথে নিয়ে চলে যা'।

১১৫। রিচী—৬০=Negative.

১১৬। রেতঃনিক্বণ-তাৎপর্য্য—৫৭=শব্দমুখর সৃজনগতি-তৎপরতা।

১১৭। লাগ্নিক—৩৭=লগ্নে স্থিত, লগ্নের সাথে সম্বন্ধান্বিত।

১১৮। লাল-লিপ্সা—৫৫=লাভ করার সাগ্রহ ইচ্ছা।

১১৯। শক্তিসাঞ্জিত—৫৮=শক্তি সম্যক বিজিত যেখানে, শক্তিমান।

১২০। শীলন-লাস্য—৫৫=অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে হ'য়ে ওঠার ছন্দায়িত গতি।

১২১। সংক্ষুধ উদ্দীপনা—৫৮=আগ্রহাকুল মিলন-আবেগ।

১২২। সংহিত—৫৪=সম্মিলিত, সম্যকপ্রকারে বিধৃত। [সম্-ধা+ক্ত]

১২৩। সংহিতি—৬১=সম্যক ধারণ, সংযোগ [সম্-ধা+ক্তি]

১২৪। সংহ্রাতি—৫৫=একত্রীকরণ।

১২৫। সংগর্ভ-শায়িত—৫৫=গর্ভে স্থিত; impregnated.

১২৬। সন্দোলিত—৫৭=সম্যক-দোলনযুক্ত।

১২৭। সম্বেদনী—৫৭=সমীচীন এবং পূর্ণ চেতনা-যুক্ত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১২৮। সসত্ত্ব-অভিদীপনা—৬০=অস্তিত্ব অর্থাৎ জীবনের অভিদীপ্তি-সমন্বিত।

১২৯। সাত্বত—৪১=সত্তাসম্বন্ধীয়, অস্তিত্ববিষয়ক।

১৩০। সাবুদ—৩৬=সিদ্ধ, পাকা, confirmed.

১৩১। সাম-দীপনা—৩৯=সমতার দীপ্তি।

১৩২। সাম-সম্ভার—৩৯=শান্তি ও সাম্যভাবের উপকরণ।

১৩৩। সামুদ্রিক উদ্দীপনা—৫৭=সমুদ্রের মত বিশাল অথচ ঘনীভূত অবস্থায় বিকাশ।

১৩৪। সার্দ্ধ ত্রিবলয়ীভূত পরিবেষ্টনা—৫২=সাড়ে তিন প্যাঁচ বলয়াকৃতি বেষ্টন। [মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে মূলাধার-প্রদেশে কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধ ত্রিবলয়ের আকারেই অবস্থিত]

১৩৫। সুচয়নী—৩৯=শুভ (সু) সঞ্চয় করে যা'।

১৩৬। সৌরত-সন্দীপ্ত অন্তরাস—৫০=Interest born out of libidoic urge.

১৩৭। স্থপন-সম্বেগী—৬০=নিজেকে থাকাবার সম্বেগ-সম্পন্ন।

১৩৮। স্থয়ন-আবেশ—৬০—থাকবার পথের আবেগ।

১৩৯। স্থয়ী-ভরণ—৬০=Positive charge.

১৪০। স্থয়ী-সম্বেগ—৬০=Positive urge.

১৪১। স্থাস্নু—৫৫=স্থিতিশীলতাই যা'র স্বভাব, Positive.

১৪২। স্থির—৫৭=Positive, opposed to চর (Negative).

১৪৩। স্থৈর্য্য-তারল্য—২১=স্থিরত্বধর্ম্মী তরলতা।

১৪৪। স্থৈর্য্যীভূত চরৎশীল উচ্ছল উদ্দীপনা—৫৮=Neutral zone.

১৪৫। স্বাদন-মাধুর্য্য—১৭=আস্বাদনের মাধুর্য্য।

১৪৬। স্বাদন-সম্বেগী—৫৪=আস্বাদনের আকুতি-যুক্ত।

[তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি বইয়ের প্রথমে আশীর্ব্বাণীতে ব্যবহৃত]